UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI CODE:19

Unit – 5 ছোটোগল্প

সূচিপত্র

Sub Unit – 1:

৫.১.১ - কুড়ানো মেয়ে (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)
৫.১.২ - বিবাহের বিজ্ঞাপন (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

Sub Unit – 2:

৫.২.১ - শ্রীপতি সামন্ত (বনফুল)
৫.২.২ - হৃদয়েশ্বর মুখুজ্যে (বনফুল)

Sub Unit – 3:

৫.৩.১ - মশা (প্রেমেন্দ্র মিত্র)
৫.৩.২ - সংসার সীমান্তে (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

Sub Unit – 4:

৫.৪.১ - শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড (পরশুরাম)
৫.৪.২ - উলট পুরাণ (পরশুরাম)

Sub Unit – 5:

৫.৫.১ - চোর (নরেন্দ্রনাথ মিত্র)
৫.৫.২ - রস (নরেন্দ্রনাথ মিত্র)

Sub Unit – 6:

৫.৬.১ - সুন্দরম (সুবোধ ঘোষ)
৫.৬.২ - ফসিল (সুবোধ ঘোষ)

Sub Unit – 7:

৫.৭.১ - মতিলাল পাদরি (কমলকুমার মজুমদার)
৫.৭.২ - নিম অন্নপূর্ণা (কমলকুমার মজুমদার)

Sub Unit – 8:

৫.৮.১ - স্বীকারোক্তি (সমরেশ বসু)
৫.৮.২ - শহীদের মা (সমরেশ বসু)

Sub Unit – 9:

৫.৯.১ - সমুদ্র (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)
৫.৯.২ - গিরগিটি (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 10:

৫.১০.১ - জননী (বিমল কর)
৫.১০.২ - ইঁদুর (বিমল কর)

Sub Unit – 11:

৫.১১.১ - আত্মভুক (মতি নন্দী)
৫.১১.২ - শবাগার (মতি নন্দী)

Sub Unit – 12:

৫.১২.১ - দ্বিজ (সন্তোষ কুমার ঘোষ)
৫.১২.২ - কানাকড়ি (সন্তোষ কুমার ঘোষ)

Sub Unit – 13:

৫.১৩.১ - পদিপিসীর বর্মীবাক্স (লীলা মজুমদার)
৫.১৩.২ - পেশাবদল (লীলা মজুমদার)

Sub Unit – 14:

৫.১৪.১ - দ্রোপদী (মহাশ্বেতা দেবী)
৫.১৪.২ - জাতুধান (মহাশ্বেতা দেবী)

Sub Unit – 15:

৫.১৫.১ - গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)
৫.১৫.২ - রাতপাখি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

Sub Unit – 16:

৫.১৬.১ - বাদশা (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ)
৫.১৬.২ - গোঘ্ন (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ)

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 1
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯৩২)

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ছোটগল্পে তাঁর প্রধান সিদ্ধি। জীবনের নানান বর্নালিকে সরস ভাষায় পরিবেশন করেছেন। তাঁর সুখপাঠ্য গল্পগুলিতে বাঙালি সমাজের সম্যক পরিচয় মেলে। 'রাধামণি দেবী' ছদ্মনামেও গল্প রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থগুলি হলো গল্পাঞ্জলি, গহনার বাক্স, বিলসিনী, নতুন বউ প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'দেবী' চলচ্চিত্রায়িত করেন সত্যজিৎ রায়।

5.1.1 নির্বাচিত গল্প কুড়ানো মেয়ে

- প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর 'কুড়ানো মেয়ে' 'নবকথা' (২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ / কার্ত্তিক, ১৩০৬) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটি ভারতী পত্রিকায় আষাঢ় ১৩০৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটিতে চারটি পরিচ্ছেদ আছে। যথা -
    - প্রথম পরিচ্ছেদ - 'বেহাই বাড়ি'
    - দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - কার্য্যোদ্ধার
    - তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বুড়োবর
    - চতুর্থ পরিচ্ছেদ - একখানি পত্র
- শ্রাবন মাসের এক অপরাহ্ন কাল দিয়ে গল্পের সূচনা।
- সীতানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রাবন মাসে নদীপথে মতিগঞ্জে তার বেহাই বাড়িতে যাচ্ছিলেন।
- সীতানাথ মুখোপাধ্যায় বেহাই বাড়ি গিয়েছিল মূলত মৃত ছোটবধূর গহনা আনার জন্য।
- নৌকাভাড়া হিসেবে সীতানাথ মাঝিকে দিয়েছিল প্রথমে একটা সিকি, তারপর আটটি পয়সা তারপর চারটি পয়সা মোট ৩৭ পয়সা দেয়।
- সীতানাথের নিবাস ছিল নবগ্রাম। স্বভাবে সে অত্যন্ত কৃপণ।
- সীতানাথের পাঁচ সন্তান। প্রথম সন্তানের নাম শ্রীনিবাস এবং কনিষ্ঠ সন্তানের নাম অন্নদাচরণ।
- ৫ বছর পূর্বে মতিগঞ্জ গ্রামে শ্রীজুক্ত হৃষীকেশ বন্দোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধের কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ে হয়। বছর খানেক আগে বধূ সন্তান সম্ভবা হয়ে পিতৃগৃহে আসে কিন্তু ছয় মাস আগে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায় তার একটি মেয়ে সন্তান হয়।
- তিন হাজার টাকা খরচ করে হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। তখন তার অবস্থা ছিল স্বচ্ছল।
- হৃষীকেশের চালানোর ব্যবসা ছিল। পাঁচ বছর উপর্য্যুপরি লোকসানের জন্য এখন সে নিঃস্ব ও জর্জরিত।
- সীতানাথ মুখোপাধ্যায় একটাকা দিয়ে নাতনির মুখ দেখলেন।
- সীতানাথের গায়ের নাম রাঙী, এই গইয়ের ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারত না কিন্তু ছোট ছোট বউমা কাছে গেলে গাইটি কিছু করত না।
- ছোট বউমার মৃত্যুতে বড় বৌমা 'তিনদিন তিন রাত্রী জলস্পর্শ করেন নি'।
- দুই হাজার টাকার অলংকার দিয়ে হৃষীকেশ তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন।
- ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ত্রিবেনীতে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে আসলে হৃষীকেশ বন্দোপাধ্যায়ের হারিয়ে যাওয়া কন্যা।
- ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নীপতি থানার দারোগা।
- শ্রীনিবাস আট আনার বিনিময়ে 'মোক্তার গইট' নামে একটি পুস্তক ক্রর করে।
- ভূধর চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রবাটী ওরফে চাঁদবাড়ির বাসিন্দা।
- পত্নীশোকে পীড়িত হয়ে অন্নদাচরন 'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু' নামে শোককাব্য রচনা করে।
- কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটি আসলে অন্নদাচরনের শ্যালিকা। হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

5.1.2 বিবাহের বিজ্ঞাপন

রাম অত্ততার নামে এক যুবক নেশার ঘোরে সংবাদপত্রের একটি খন্ডিত অংশে একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লেখে কিন্তু চিঠিটি গিয়ে পৌঁছায় কাশীর দুইজন গুন্ডার কাছে। কাশীর গুন্ডা মহাদেত্ত মিশ্র একটি মিথ্যা সংবাদ দিয়ে রাম অত্ততারকে কাশিতে নিয়ে এসে তার সমস্ত জিনিস নিয়ে মান মন্দিরে ফেলে দিয়ে আসে।

তথ্য

- ‘বিবাহের বিজ্ঞাপন‘ গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩১২) প্রথম প্রকাশিত হয়।
- গল্পটিতে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে।
- বিবাহের বিজ্ঞাপন দাতার নাম - লালা মুরলীধর লাল। ঠিকানা - মহাদেত্ত মিশ্রের বাটী, কেদার ঘাট, বেনারস সিটি।
- গাজীপুর শহরে গোরাবাজার মহল্লার বাসিন্দা রাম অত্ততার লালা জাতীয় ২২ বছরের বিবাহিত যুবক।
- রাম অত্ততার এর ভৃত্যের নাম চতুর্ভুজ ওরফে চতুরি।
- রামঅত্ততারে পাঁচ বছরের ভাই এর নাম মোহন লাল।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 2
বনফুল (১৮৯৯ - ১৯৭৯)

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছদ্মনাম 'বনফুল'। তাঁর জন্ম বিহারের পূর্নিয়া জেলার মনিহারীতে। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ তে তাঁর লেখা প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি 'বনফুল' ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'তৃণখন্ড'। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটগল্পের ও জনক তিনি। ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস - সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি সমান দক্ষ। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'হাটেবাজারে', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'পশ্চাৎপট' রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী-পদক' আর ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

5.2.1শ্রীপতি সামন্ত (বনফুল)

- 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পটই 'বনফুলের আরো গল্প' (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে ট্রেনের ৪টি শ্রেণির কথা বলা হয়েছে যথা - প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণি।
- শ্রীপতি সামন্ত সর্বেশ্বরবাবুর নাতনীর বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি, গরমের জন্য ১ রাত্রি মোট তিন রাত্রি ঘুমাতে পারেননি।
- স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের পুত্র শ্রীপতি সামন্ত।
- আরামে ঘুমাবার জন্য টিকিট না থাকা সত্ত্বেও শ্রীপতি প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠে পড়েছিলেন।
- প্রথম শ্রেনির যাত্রী সাহেবি পোষাক পরিহিত বাঙালি।
- কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, এবং বাঞ্ছা - শ্রীপতি সামন্তের চাকর।
- শ্রীপতি সামন্তের সঙ্গে ছিল - কয়েকবোঝা শালপাতা, এক বন্ডিল খালি বস্তা, দুই হাড়ি গুঁড়, একটি তরমুজ, একটা বাঁটি, একটা ছিপ, দুটি প্রকান্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি এবং একটিন ঘি।
- পাঞ্জাবি ক্রুর সঙ্গে বাঙালি সাহেবের বচসা বাঁধে ট্রেনের ভাড়া দেওয়া নিয়ে।
- শ্রীপতি সামন্তের কাছে খুচরো টাকা ছাড়াও দশ হাজার টাকার নোট ছিল।
- "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন" - শ্রীপতি সামন্ত।

5.2.2 হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে

- বনফুলের রচিত 'হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে' গল্পটই 'রঙ্গনা' গল্পগ্রন্থের অর্ন্তগত পঞ্চদশ তম ছোটগল্প।
- হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে রিদুবাবু গৌরবগঞ্জের জমিদার।
- গল্প কথকের নাম বিকাশ। কুড়িবছরের ব্যবধানে ২ বার হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যের সঙ্গে দেখা হয়। প্রথমবার জমিদারের বাড়িতে; শেষবার কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে।
- বারো জন বরকন্দাজসহ স্বয়ং নায়েবমশাই বিকাশকে নিতে স্টেশনে এসেছিলেন।
- বিকাশ ছিল ডাক্তার। বিকাশের বাবার সঙ্গে বিদুবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। বিদুবাবু তাঁর পিঠের ফুসকুড়ির চিকিৎসার জন্য বিকাশকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন।
- বিকাশ পাঁচ দিন গৌরবগঞ্জে ছিলেন।
- 'বলিষ্ঠে প্রাণের বিকাশই প্রাচুর্যে' - রিদুবাবু।
- ডাক্তারির ফি হিসেবে রিদুবাবু বিকাশকে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক পাঠিয়েছিলেন।

Sub Unit - 3
প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ - ১৯৮৮)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। পিতার রেলের চাকরির সুবাদে ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনে সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। তীক্ষ্নধার ভাষা আর তির্যক ভঙ্গি তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শ্লেষের তির বা সামাজিক রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, পঞ্চশর, অফুরন্ত, জলপায়রা, ধূলিধূসর, মহানগর, সপ্তপদী, নানা রঙে বোনা। শুধু কেরানী, মোট বারো, পুন্নাম, শৃঙ্খল, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে প্রভৃতি তাঁর লেখা অবিস্মরনীয় ছোটগল্প। তাঁর লেখা বিজ্ঞান নির্ভর রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে পিঁপড়ে পুরান, মঙ্গলবৈরী, পৃথিবীর শত্রু প্রভৃতি। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরানী' তিনি 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবানী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, লিখেছেন সুধীর সরকারের 'মৌচাক' পত্রিকায়। ঘনাদা, মামাবাবু প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্র।

5.3.1 নির্বাচিত গল্প মশা

- প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মশা' গল্পটই 'ঘনাদার গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত।
- ঘনাদার চেহারা-রোগা-লম্বা, শুকনো হাড়-বার করা।
- ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা হয়েছে ৩৫-৫৫ এর মধ্যে। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সিপাই মিউটিনির বা রুশ জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার গল্প শুরু করে দেন।
- মেসের ছেলেরা দামোদরের বানের কথা আলোচনা করলে, ঘনাদা সেখানো 'টাইড্যাল ওয়েভ' মানে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এর গল্প শুরু করে দেন।
- ঘনাদা মুক্তোর ব্যবসা করতে গিয়ে তাহিতি দ্বীপে গিয়েছিল।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি 'কন্তর'।
- ঘনাদা একটি মাত্র মশা মেরেছিল ১৯৩৯ সালের ৫ আগষ্ট, সাখালীন দ্বীপে।
- সাখালীন দ্বীপ জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মতো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিন দিকটা ছিল জাপানিদের আর উত্তর দিকটা রাশিয়ার।
- এই দ্বীপের পূর্বদিকে সমুন্দ্রকূলে তখন অ্যাম্বার সংগ্রহ করবার কাজ নিয়েছে ঘনাদা।
- তানলিন নামে এক চিনা মজুর কোম্পানির সংগৃহিত অ্যাম্বারের থলি নিয়ে পালিয়ে যায় সাখালীন দ্বীপে। তাকে ধরবার জন্য ঘনাদা ও ডাক্তার মি. মার্টিন বের হন।
- সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেকজ্যানড্রোভসক থেকে ব্লাডিভসটকের স্টিমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুন্দ্র জমে বরফ হয়ে যায় তখন লুকিয়ে কুকুর টানা স্লেজে করে পালানো সম্ভব।
- টিয়ারা পাহাড়ের কাছে ঘনাদার তাঁবু ফেলেছিল। সেখানে দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়।
- মি. নিশিমারা একজন জাপানি কীটতত্ত্ববিদ্। সাখালীন দ্বীপে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষনা করার জন্য ঘাঁটি বসিয়েছেন।
- মি. নিশমারার আবিষ্কার - মশার লালার এমন পরিবর্তন করেছেন যা সাপের বিষের চেয়ে ও মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

5.3.2 সংসার সীমান্তে

- প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে' গল্পটই 'নিশীথ নগরী' (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- এক গভীর বাদলের রাতে অঘোর দাস এবং রজনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অঘোর দাস চুরি করে পালিয়ে সেই রাতে রজনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই রাতে রজনীকে একটা টাকা দিলেও ভোর রাতে পালানোর উদ্দেশ্যে রজনীর আঁচল থেকে চাবি নেওয়ার সময় সেই একটাও নিয়ে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে অঘোর দাস পুনরায় রজনীর সামনে উপস্থিত হয়। রজনী এবার লোকটিকে শাস্তী দেওয়ার জন্য চোর বলে চিৎকার করলে বস্তীর সকলে এসে অঘোর দাসকে প্রহার করে। এরপর রজনীর সেবা শুশূতাতেই অঘোর দাস সুস্থ হয়ে যায়। অঘোর দাস ও রজনী ঠিক করে তারা অন্য শহরে গিয়ে ঘর বাঁধবে। রজনীর বারণ সত্ত্বেও রজনীর ধার পরিশোধের জন্য এবং নতুন সংসারের জন্য অঘোর দাস শেষবারের মতো চুরী করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বহু অনুনয় করার পর ও তাকে ছাড়া হয় না বরং ৫ বছরের জেল হয়ে যায়।

Sub Unit – 4

পরশুরাম

রাজশেখর বসু (১৮৮০ - ১৯৬০) জন্ম নদিয়া জেলার বীরনগরে। পিতা দার্শনিক পন্ডিত চন্দ্রশেখর বসু দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনার জন্য রাজশেখর বসু চিরস্মরণীয়। 'গড্ডালিকা' 'কজ্জলী' 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রভৃতি রসরচনার তিনি অনন্য স্রষ্টা। তাঁর লেখা প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলির মধ্যে রয়েছে 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'কুটির শিল্প' ইত্যাদি। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অবিস্মরনীয় কীর্তি 'চলন্তিকা' বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়। তিনি বাল্মীকি 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত', 'হিতোপদেশের গল্প' অনুবাদ করেন। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' 'অকাদেমি' পুরস্কার লাভ করেন এবং 'পদ্মভূষন' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করেন।

5.4.1 নির্বাচিত গল্প শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে কিছু চতুর ব্যবসায়ী শ্যামালাল গাঙ্গুলি, বিপিন, অটল দত্ত, গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া ধর্মের নামে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন স্টক কোম্পানি স্থাপন করেছেন। দেড় বছর পর দেখা গেল কম্পানির নব্বই হাজার টাকা দেনা আর রায়সাহেব অর্থাৎ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর সকল দেনার ভার চাপিয়ে সকলে নিজের পথ দেখে নেয়।

- গল্পটি প্রথম 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মাঘ ১৩২৯ (১৯২২) এ প্রকাশিত হয়।
- গল্পটি 'গড্ডালিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পে শুরু ১৩২৬ সালের মাঘ মাসের প্রেক্ষাপট দিয়ে।
- আরমানী গির্জার ঘড়িতে যখন বেলা এগারটা তখন শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে জুডাস লেনের একটি তেতালা বহু পুরাতন বাড়িতে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই তেতালা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। তাঁর অন্তরালবর্তী সিন্ধী পরিবারের রান্নাঘর থেকে হিঙের তীব্রগন্ধ নির্গত হয়।
- শ্যামবাবু তেতলায় উঠে যে ঘরের দরজা খোলেন তার কাঠফলকে লেখা আছে - 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল. জেনার্ল মার্চেন্টস'।
- শ্যামলাল গাঙ্গুলীর শ্যালক বিপিন চৌধুরী। বি. এস. সি।
- এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করতেন।
- শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি গাঢ় শ্যামবর্ন। ই. বি রেলওয়ে অডিট অপিসের চাকরি করতেন। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে। নিঃসন্তান, কলিকাতার বাসায় পত্নী থাকে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি নিয়ে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার ইন ল নামে অপিস প্রতিষ্টা করেছেন।
- শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক। অবসর মতে তান্ত্রিক সাধনা করে থাকেন। কয়েক মাস যাবৎ গৈরিক বাস পরিধান করেছেন। তাই বর্তমানে মাঝে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়ে থাকেন।
- শ্যামবাবু আপিসের বেয়ারার নাম বাঞ্ছা।
- শ্যামবাবু ১০৮ বার দুর্গানাম লেখেন।
- তিনকড়িবাবু হলেন শরতের খুড় শ্বশুর। শরৎ বিপিনের মাসতুতো ভাই।
- অটলবাবু সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। গন্ডেরিবাম বাটপারিয়া মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ন।
- শ্যাম দা যে প্রসপেক্টসটা লেখে তাতে লেখাছিল -
  জয় সিদ্ধিদাতা গনেশ
  ১৯১৩ সালের ৭ অইন অনুসারে রেজিষ্ট্রিত
  শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড
  মূলধন দশ লক্ষ টাকা। আবেদনের সঙ্গে অংশ পিছু প্রদেয়। বাকি টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে দিতে হবে।
- 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসাবে যাদের রাখা হয়েছিল তারা হলেন -
  ক) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়সাহেব, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
  খ) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া।
  গ) সলিসিটর্স দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M.A.B.L.
  ঘ) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি.সি চৌধুরী, B.sc, A.ss(U.S.A).

ঙ) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ [Ex - ofticio]

- হুগলী জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত। সেই মন্দিরের স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন শ্যামলাল গাঙ্গুলীর স্ত্রী নিস্তারিনী দেবী।
- তিন কড়ি বাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীন দেহ। তিনি আমড়াগাছি সাবডিভিশনের ট্রেজারির চার্জে ছিলেন।
- লিমিটেডের কাছ থেকে কয়লাওয়ালা ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা), ইটখোলার ঠিকাদার ১২০০০ বকেয়া পাবে।
- 'অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়' - বক্তা শ্যামবাবু।

5.4.2 উলট পুরান

ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল না করে যদি ভারতবাসীরা ইংল্যান্ড অধিকার করত তাহলে তাদের জীবনে কী কী পরিবর্তন হত তাই ব্যঙ্গ চিত্রকল্পের মাধ্যমে রাজশেখর বসু 'উলট পুরাণ' গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

- গল্পটি 'কজ্জলী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- গল্পের প্রেক্ষাপট শুরু রিচমন্ত বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা।
- 'উলট পুরাণ' গল্পের পন্ডিতমহাশয় মিস্টার ক্র্যাম।
- 'ইওরোপের দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে' - বক্তা ডিক।
- ক্র্যাম এর মতে মোতপুকুরের সেকালে নাম ছিল মেডিটেরেনিয়ান। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা উচ্চারণ করতে পারে না বলে নাম দিয়েছে মেতিপুকুর, অলস্টারকে বলে বেলেস্তারা, সুইটসারলান্ডকে বলে ছছুরারাদ, বোর্দোকে বলে ভাঁটিখানা ম্যাঞ্চেস্টারকে বলে নিমতে।
- গবসন টোডির এবং মিসেস টোডির দুই কন্যা ফ্লফি ও ফ্ল্যাপি, তাদের শিক্ষয়িত্রী হলেন জোছনাদি।
- ফ্ল্যাপির শ্লোক -

  "Little Pussy Friskers
  Shaved off her whiskers
  and sharpening her paw
  Scratched mum - in – low".
- নারী জাতির মুখপত্র - 'দিশিম্যান'।
- পুরুষ জাতির মুখপত্র - 'দি মিয়ার ম্যান'।
- ধর্মযাজকগণের মূখপত্র - 'দি কিংডম কাম'।
- প্রিন্স ভোম এর মন্ত্রীর নাম - ব্যারন ফন বিবলার।
- চৈনিক পর্যটক ল্যাং প্যাং।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 5
নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭ - ১৯৭৫)

জন্ম - ১৯১৭ [বর্তমান বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলার সদরদী গ্রামে নরেন্দ্রনাথ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি জন্মগ্রহন
মৃত্যু - ১৯৭৫ করেন। প্রথম জীবনে নরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখলেও ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।]
গল্পগ্রন্থ - অসমতল, হলদে বাড়ি, উল্টোরথ ইত্যাদি।

- প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মৃত্যু ও জীবন' দেশ ১৯৩৬।
- প্রথম উপন্যাস 'হরিবংশ'।
- ১৯৬১ সালে আনন্দ পুরস্কার পান।

5.5.1 নির্বাচিত গল্প চোর

- চোর গল্পটি প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৫১ 'বসুমতী' পত্রিকায়।
- অমূল্য পাল ব্রাদার্সে কাজ করে। অমূল্যর পেশাগত এই পরিচয় জেনেই রেনুর অভিভাবকেরা অমূল্যর সঙ্গে রেনুর বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের পর রেনু জানতে পারে যে অমূল্য প্রায়ই চুরি করে।
- রেনু দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলেও, অন্য কারুর জিনিস চুরি করবে একথা তারা ভাবতেই পারে না। তাই অমূল্য এই চৌর্যবৃত্তি রেণু একেবারেই মেনে নিতে পারেনি।
- এই চৌর্যবৃত্তির জন্য অমূল্যর পাল ব্রাদার্সের চাকরি চলে যায় সংসারে অনটন দেখা যায়। সেই সময় অমূল্য একদিন দামি ফাউন্টেন পেন চুরি করে আনলেও রেণুকা তাকে তিরস্কার করেনি।
- রেণু একদিন অমূল্যের কথায় বিনোদবাবুর বাড়ি চুরি করে আনে এতে অমূল্য খুশি হয়নি বরং তার কাছে যেন পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

'রস' গল্পের সারসংক্ষেপ

১৩৫৪ (১৯৪৭) সলের পৌষমাসে ঞ্চচতুরঙ্গঞ্চ পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঞ্চরসঞ্চ গল্প লেখেন। এই গল্পের কাহিনি এক শীতে শুরু হয়েছে, আর এক শীতে শেষ হয়েছে। ঞ্চরসঞ্চ গল্পের সৃষ্টি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, ঞ্চরসের যে কাহিনি অংশ মোতালেফ মাজু খাতুন আর ফুলবানুকে নিয়ে, তা হৃদয়ের দ্বন্দ্ব খেজুর রসকে ঘিরে, রূপসক্তির সঙ্গে যে জীবিকার সংঘাত, তা কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি। সেই কাহিনি আমি দেখিও নি, শুনিও নি, তা মনের মধ্যে যেন আপনা থেকেই বানিয়ে উঠেছে। গল্পের কাহিনিতে এসেছে মুসলমান সমাজের কথা। গল্পের নায়ক পূর্ববাংলার পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের দরিদ্র যুবক মোতালেফ, দেখতে বেশ সুন্দর। তার মতো খেঁজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করতে তল্লাটে কেউ পারে না। ওদিক রস থেকে গুড় তৈরি করার ব্যাপারে মৃত রাজেক মৃধার স্ত্রী মাজু খাতুনের নাম আছে। গত বছর মোতালেফ তাকে দিয়ে গুড় তৈরি করে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করতে পেরেছিল। মোতালেফের বউ মারা গেছে। মজু খাতুনকে বিয়ে করে নিয়ে এনেছে সে কাজের সাথী করে, পছন্দ তার চরকান্দার এলেম শেখের স্বামী পরিতক্তা কন্যা ফুলবানুকে। ফুলবানুকে পাবার জন্য মাজু খাতুনকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তালাক দেয় এবং গুড় বিক্রির টাকা দিয়ে ফুলবানুকে ঘরে নিয়ে আসে। শীত চলে এলে গাছের রস কাটার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মোতালেফ। রস প্রচুর আসে কিন্তু ফুলবানু গুড় করতে জানে না। মোতালেফের গুড়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যায়। শুরু হয় স্বামী স্ত্রীর অশান্তি। ফুলবানুর বাবা এসে উভয়ের অশান্তি মিটিয়ে গেলেও দাম্পত্য প্রেম উৎসাহ পায় না। বাজারে মোতালেফের সঙ্গে নাদির শেখের দেখা হলে, নাদির শেখকে সে কিছু গুড় দেয় ছেলেমেয়েদের খেতে নাদির শেখ সেই গুড় বাড়িতে আনায় মাজুখাতুন রেগে ওঠে। এদিকে মোতালেফের সঙ্গে নাদির শেখের দেখা না হওয়ায় মোতালেফ নিজেই নাদিরের বাড়ি চলে আসে। মোতালেফ মাজুখাতুনের চোখে জল দেখে 'রস' হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত জীবনের দ্যোতক।

5.5.2 রস

- রস গল্পটি 'চতুরঙ্গ' পৌষ ১৩৫৪ তে প্রকাশিত।
- 'রস' গল্পটির হিন্দি চলচ্চিত্রের নাম সওদাগর।
- টিভি সিরিয়াল এ গল্পের চিত্রনাট্য দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়, মৃনাল সেন প্রমুখ।
- কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করে মোতালেফ। এই কাজে তার অত্যন্ত সুনাম আছে। দিন পনের যেতে না যেতেই সে নিকা করে নিয়ে আসে পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার স্ত্রী মাজু খাতুনকে।

- মোতালেফের অবশ্য বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল চারকান্দার এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানুকে। কিন্তু এলেম শেখের চাহিদা অনুযায়ী টাকা জোগাড় করতে পারেনি মোতালেফ। তাই সে বিয়ে করে মাজু খাতুনকে।
- মাজু খাতুনের তৈরী গুড় বাজারে বিক্রি করে অন্যান্য বারের থেকে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করে মোতালেফ। সেই উপার্জিত অর্থ নিয়ে সে এলেন শেখের বাড়িতে যায় এবং এলেন শেখের হাতে পাঁচখানা দশটাকার নোট তুলে দিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে আসে। এরপর গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকা জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজু খাতুনকে তালাক দিয়ে ফুলবানুকে বিয়ে করে।
- শীতকাল আসতেই যখন গুড় তৈরীর প্রয়োজন হয় তখন ফুলবানু কিন্তু মাজু খাতুনের মতো গুড় তৈরী করতে পারে না। ফলে মোতালেফ ও ফুলবানুর সম্পর্কে চিড় ধরে।
- মাজু খাতুনের বিয়ে হয়। অলাকান্দার নাদির শেখের সঙ্গে। মোতালেফ একদিন নাদির শেখের বাড়িতে এসে মাজু খাতুনকে অনুরোধ জানায় দুই হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানিয়ে দেওয়ার কারন এই বছর মোতালেফ পছন্দ মতো গুড় বাজারে বিক্রি করতে পারেনি।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 6
সুবোধ ঘোষ

সুবোধ ঘোষের পূর্বপুরুষের বাসস্থান বর্তমান বাংলা দেশের ঢাকা জেলার বিক্রম পুর মহকুমার বহর গ্রামে হলেও বিরল প্রতিভার এই লেখক জন্মগ্রহন করেন ১৯১০ খ্রিস্টব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর বিহারের হাজারিবাগে। তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বেশিরভাগ সময়ই এই হাজারিবাগ অঞ্চলে অতিবাহিত হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার 'দোল' সংখ্যায় প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' লিখে সকলকে চমকে দেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের নান্দিপাঠ এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। ১৯৪০ থেকে ১৯৮০ মধ্যে তিনি ১৫৭ টি গল্পরচনা করেছেন, তিনি আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিনী স্বর্নপদক লাভ করেন সাহিত্য সেবার জন্য। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ১০ মার্চ এই বিরল প্রতিভার সাহিত্যিক পরলোক গমন করেন।
"ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন দিগন্ত খুলেছেন" - মহাশ্বেতা দেবী।

ফসিল

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' (১৯৪২) গল্প সংকলনের একটি স্মরণীয় গল্প হল 'ফসিল'। এই গল্পে যুদ্ধের ছবি যেমন আছে, তেমনি আছে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব। গল্পটি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। শ্রেনি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে পরস্পর বিবাদমান দুই গোষ্ঠী এক হয়ে গিয়েছিল সমকালে। গল্পের শেষে দেখি সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি অঞ্জনগড়ের মহারাজা এবং বনিক তন্ত্রের প্রতিনিধি অভ্রখনির বিদেশি বনিক নিজেদের অস্তিত্বকে এক হয়ে গেছে। সমকালে রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য পুঁজিপতি দেশগুলি এমনই ভাবে এক হয়ে গিয়েছিল। শ্রেনি দ্বন্দ্ব এবং এক শ্রেনির মানুষের অসহায়তা এখানে যথাযথ ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। নেটিভস্টে অঞ্জনগড়ে মহারাজা আছেন, আছে কুর্মিপ্রজা, ভীল প্রজারা পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। কুমিরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করলেও শোষিত হয়েই থাকতে হয়। প্রচন্ড পরিশ্রম করে তারা অঞ্জনগড়ের মাটিতে ফসল ফলায়। সেই ফসলের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে মহারাজকে দিতে হয়। মহারাজা পোলো খেলে, পুজো পার্বনে জাঁক জমক করে অনুষ্ঠান করে। পুরানো এই সামন্ততন্ত্রীয় পরিবেশের মধ্যেই অঞ্জনগড়ে বণিকতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটে। ল এজেন্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ মুখার্জী আবিষ্কার করলেন অঞ্জনগড়ের মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা সম্পদকে। রুক্ষ পাথরের মাটির ভিতরে ভিতরে দেখতে পেলেন অভ্র অ্যাসবেসটস। গিবসন ও ম্যাককেনারা গড়ে তুললেন অঞ্জনগড় মাইনিং সিন্ডিকেট কুর্মি প্রজারা চাষ ছেড়ে নগদ পয়সার বিনিময়ে সেখানে কাজ করতে আসে ক্রমশ বণিকতন্ত্র জমিদারতন্ত্রের হাত থেকে প্রজা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেড়ে নেয়। দুলাল মাহাতো শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে বনিকতন্ত্রের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে চলে আসে। তথাপি শ্রমিক শোষনের ব্যাপারে জমিদারতন্ত্র আর বণিকতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গল্পের শেষে তাই দুই শ্রেণি আলোকোজ্জ্বল প্যালেসের দীর্ঘ মেহগনি টেবিলে এক হয়।

শাসক শক্তির বন্দুকের গুলিতে ধ্বংস হয়ে যায় শ্রমিক শক্তি। অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে দুলাল মাহাতোর মৃতদেহকেও ১৪নং পিটের অগ্নিকুন্ডে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর মহারাজা এবং গিবসন উভয়ের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। গিবসন মহারাজাকে আনন্দের সঙ্গে বলে - 'অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাগেল, আমাদের উভয়ের ভাগ্য বলতে হবে'। শ্রমিকদের সর্বনাশা পরিনতির চিত্র যেমন এখানে আছে, তেমনি আছে যুদ্ধের পরোক্ষ ছবি। মিঃ মুখার্জি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ বছর পরের এক চিত্রকে প্রত্যক্ষ করেছেন, 'লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোনো একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মিলে দেখছে কতকগুলি ফসিল, অর্ধ পশু গঠন, অপরিনত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যা প্রবন তাদের সাব হিউম্যান শ্রেনির পূর্বপুরুষদের প্রস্তরীভূত অস্থি কঙ্কাল, আর ছেনি, হাতুড়ি, গাঁইতি যারা আকস্মিক কোনো ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রেনিটের স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল'। সমস্ত শক্তির বিরোধিতা করে বনিক তন্ত্রের দাস হয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক স্বার্থে প্ররোচিত হতে গিয়ে দুলাল মাহাতোর মতো নেতাদের এই পর্বেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। 'ফসিল' গল্পে মানব সভ্যতার পরিণতিই চিত্রায়িত হয়েছে।

5.6.1 ফসিল

- সুবোধ ঘোষ রচিত দ্বিতীয় ছোট গল্প 'ফসিল'। গল্পটি 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'ফসিল' গল্পসংগ্রহে 'ফসিল' প্রথমে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়।
- ১৯৪৯ - ৫০ সালে 'ফসিল' গল্পটি বিমল রায় এর পরিচালনায় নিউ থিয়েটারের ব্যানারে 'অঞ্জনগড়' নামে প্রথম কাহিনীচিত্র নির্মিত। এর প্রযোজক ছিলেন ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট।
- নেটিভ ষ্টেট অঞ্জনগড়। এর আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটষট্টি বর্গ মাইল। এখানে এককুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি রয়েছে। এখানে মহারাজা, ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজরৎ সব আছে।

- এরাজ্যে দু-পুরুষ আগে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শুলে চড়ানো হত। এখন তার বদলে শুধু ন্যাংটো করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।
- অঞ্জনগড়ের সবেক কালের কেল্লাটি লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটক বুনো হাতির জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে পড়া কামান রয়েছে।
- ক্ষত্রিয় আর মোমল এই দুজাতের আমলাদের যৌথ প্রতিভার সাহায্যে অঞ্জনগড়ের মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন।
- অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজে এই রাজ্যের অর্ধেক প্রজা মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজে নিযুক্ত হয়।
- এই রাজ্যে শুধু ঘোড়ানিম আর ফনিমনসার ছাওয়া রুক্ষ কাঁকড়ে মাটির ভাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়। কূর্মী আর ভীলেরা দুক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুন্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে এনে জমিতে সেচ দেয়। ভুট্টা, যব আর জনার ফলায়।
- প্রত্যেক বছর স্টেটের তহসীল বিভাগ আর ভীল ও কূর্মী। প্রজাদের ভেতর একটা সংঘর্ষ বাধে। কারন চাষীরা রাজভান্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না।
- স্টেটের তহসীল বিভাগ আর ভীল ও কূর্মী প্রজাদের সংঘর্ষে পরাজিত ভীলেরা রাজ্য ছেড়ে ভর্তি হয় কোন ধান্ডড় - রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে, মরদ, শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং।
- অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম একেবারে নির্বাসিত নয়। প্রতি রবিবার কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুঃস্থ জমায়েত হয়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে আল্পনা আঁকা হাতির পিঠে চড়ে জলুপ নিয়ে পথে বার হন প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। মহারাজার জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয় - প্রজারা নিমন্ত্রন পায়।
- অঞ্জনগড়ের দরবারে ল-এজেন্টের পদে আনানো হল একজন ইংরেজ আইন নবীশ। ইনি হলেন মুখার্জী। পোলো ম্যাচে এবং স্টেটের কাজে মুখার্জী মহারাজের বড় সহায় হয়ে দাঁড়ায়। মুখার্জী হয়ে যা 'ডি ফ্যাক্টো' আর সচিবোত্তম রইলেন শুধু সই করতে।
- মুখার্জী আদর্শবাদী ছেলেবেলার ইতিহাস পড়া মার্কিনি ডেমোক্রেসির স্বপ্ন আজও তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে।
- ল এজেন্ট মুখার্জী একদিন আবিষ্কার করে অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। রত্নগর্ভ অঞ্জনগড় তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তুপ।
- মহারাজের নতুন প্ল্যান -
  ক) দুটো নতুন পোলা গ্রাউন্ড তৈরী করা।
  খ) আরো এগারোবিঘা জমি যোগ করে। প্যালেসের বাগানকে বাড়ানো।
  গ) নহবতের জন্য একজন মাইনে করা ব্যান্ডমাস্টার আনা।
- অঞ্জনগড়কে নিয়ে মুখার্জীর ইরিগেশন স্কীমটি হল - উত্তর থেকে দক্ষিন সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান করা কড়া গাঁথুনির শ্লুম বসানো বড় বড় ড্রাম। অঞ্জনা নদীর জলের ঢল কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতরে চালিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক কূর্মি প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি দিতে হবে। আউশ আর আমন এবং একটা রবি বছরের এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে।
- মুখার্জীর স্কুল নির্মানের সিদ্ধান্তে মহারাজা অসম্মতি জানায়।
- মহারাজা মুখার্জীকে দুটি পত্র দেখিয়েছেন -
  ১) প্রথম পত্র - কূর্মী সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো লিখেছে মহারাজের উদ্দেশ্যে।
  ২) দ্বিতীয় পত্র - সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন লিখেছে মহারাজের উদ্দেশ্যে।
- বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা আর বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তার অবির্ভাবের সঙ্গে কূর্মীদের জীবনে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।
- দুলালের আমন্ত্রন পেয়ে রাজ্যের কূর্মী একত্রিত হয় ঘোড়ানিমের জঙ্গলে।
- আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্টা হবে। রাজ তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। আগামী শীতের সময় বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।
- মুখার্জীর ইরিগেশন স্কীমে ভন্ডুল করার জন্য গিবসন আর ম্যাক্‌কেনা দুলাল মাহাতোকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন।
- গিবসন দুলাল মহাতোকে 'পোষা বিড়াল' বলেছেন।
- অঞ্জনগড়ের চৌদ্দ নম্বরের পীঠ ধসেছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুলি চাপা পড়েছে। এই খবর পেয়াদা জানিয়েছে মহারাজাকে। এই ঘটনায় মার্চেন্টরা ঘাবড়ে যায়। তৃতীয় মীমের ভাল করে টিম্বার করা ছিল না তাতেই এই দুর্ঘটনা।

- ঘোড়ানিমের জঙ্গলে কূর্মীরা বিনা টিকিটে লকড়ি কাটছিল তাতে ফৌজদারের গুলিতে মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল হয়েছে পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাস জড়িয়ে আছে।
- মুখার্জীর পরামর্শমতো মহারাজার জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কী লাঠি লণ্ঠন নিয়ে দুলাল মাহাতোর ঘরের দিকে যায় তাকে ধরার জন্য।
- রাত দুপুরের অন্ধকারে ফৌজদারের দারোয়ানেরা গাড়ী করে কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাস এবং ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাস চৌদ্দ নম্বর পীঠের মুখে তুলে দিয়ে যায়।

5.6.2 সুন্দরম

'সুন্দরম' মনস্তাত্ত্বিক গল্প। সুন্দরের খোঁজে কৈলাস ডাক্তারের মনে ঝর উঠেছে। 'সুন্দরম' গল্প প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, 'সৌন্দর্য' নামক ব্যাপারটা সম্পর্কে যে সব সংস্কার অমাদের চিত্তে নিয়ত ক্রিয়াশীল, এই গল্পের উপসংহারে সেগুলিকে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং একটি দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে সাহিত্যে যতটা স্পষ্ট করে জানানো যায়। ততটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, অসুন্দর মুহূর্তে যার মুক্তি মিলছে, সেই মুহূর্তে তার কাছে সবই সুন্দর।

- সুকুমার বারো বছর বয়স থেকে ব্রম্ভচর্য পালন করে।
- বারো বছর বয়স থেকে সুকুমার নিরামিষ ফোঁটা তিলক করেছে। সে মুসুরির ডাল খায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সে পড়েছে শুধু কখানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা।
- সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার।
- সুকুমারের মা, পিসিমা, ছোট বোন রানু আর ঝি সুকুমারের বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।
- কৈলাসবাবু সুকুমারের পাত্রী দেখার ভার নেন আর ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের মতিগতির চার্জ নেন।
- কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে। তার কাছে সেটি উপন্যাস না নরক। যতসব নীচু রিপুসেবার বর্ননা।
- সুকুমারকে নিয়ে কানাইবাবু প্রথমে মেয়ে দেখতে যায় বারাসাতে, যাদব বোসের মেয়ে বনলতা। যাদব বোস উকীলের মুহুরী। যাদব বোসের বংস ভাল। তার মেয়ে বনলতা দেখতে ভাল। বনলতা বয়স পনেরো বছর।
- কৈলাস নিজে কুরূপ ছিলেন। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ ডাক্তার'। তার জিভটাও নাকি কালো।
- কৈলাস ডাক্তার পঁচিশ বছর ধরে ময়না ঘরে মানুষের ময়নাতদন্ত করেছে মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কেউ জানে না।
- হাবু বোউম তাঁতীদের জেলে। কুষ্ঠ হলে ভিক্ষে ধরেছে।
- হামিদা জাতে ইরানী বেদিয়া। সে বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। সে এখন হাবুর বৌ।
- হাবু আর হামিদার দুটি সন্তান। মেয়ে তুলসী আর কমাসের একটি ছেলে।
- তুলসীর বয়স চৌদ্দ বছর। সর্বাঙ্গে একটি রূঢ় পরিপুটি কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক, মাথায় খুলিটা বেঢপ টেরে বেঁকে গেছে। তার মুখের সমস্ত পেশী ভেঙে চুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাতা কর্নও দান ভুলে যায়, গা শিরশির করে।
- তুলসীর পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড় বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরনের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।
- হাবু শহরে ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালটি তাদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে কারন সেখানে দেশী মদের একটা নতুন ভাটিখানা হবে।
- সুকুমারের জন্য তার বাবা দ্বিতীয়বার পাত্রী হিসাবে দেখতে যায় নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়াকে। দেবপ্রিয়ার মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, গোল গোল চোখ, গায়ের রং মেটে কিন্তু সুমসৃন তার ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি গান গায় ভাল।
- সুকুমার তার বাব তৃতীয়বার যে পাত্রীকে দেখতে যায় তার নাম অনুপমা। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।
- অনুপমার বয়স একটু বেশি। রোগা বা অতি তন্বী দুইই বলা যায়। তার চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে। তার রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুনে।
- কৈলাশবাবু শেষ পর্যন্ত সত্যদাসের মেয়ে মমতার সঙ্গে সুকুমারের বিবাহ স্থির করেন। মমতার সুটসুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং। চওড়া করোটির ওপর স্থূলতত্ত্ব চুলের ভার নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবকের মত। সে এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি।
- সত্যবাবু মেয়ে মমতার গুণপনার যা পরিচয় দিয়েছেন তা হল - সে বড় পরিশ্রমী মেয়ে কারন স্বাস্থ্য খুব ভাল।

- সুকুমার মমতার সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি জানায়।
- গল্পশেষে সুকুমার এবং বাকি সবার পছন্দ হয়েছে জগৎ ঘোষের মেয়েকে। বংশে শিক্ষায় ও গুনে কোন ত্রুটি নেই। জগৎ ঘোষের মেয়েকে আশীবাদ করতে যাওয়ার দিন তিনটি লাশ এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। এর মধ্যে একটি লাস ছিল তুলসীর।
- 'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে' - যদু নিতাইকে বলেছে কৈলাস ডাক্তার সম্পর্কে।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 7
কমলকুমার মজুমদার (১৯১৬ - ১৯৮২)

চব্বিশ পরগনা জেলার টাকীতে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কমল কুমার জন্মগ্রহন করেন। পিতা প্রফুল্ল কুমার মজুমদার। তাঁর ভাই বিখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদার। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কমল কুমারের গদ্য আলাদা একটি জগৎ সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি বিতর্কিত ঔপন্যাসিক। 'অন্তর্জলী যাত্রা' (১৯৬২), 'নিম অন্নপূর্ণা' (১৯৬৩), 'সুহাসিনীর পমেটম' (১৯৬৪), 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' (১৯৭৯), তাঁর বিখ্যাত রচনা সম্ভার।

5.7.1নির্বাচিত গল্প - মতিলাল পাদরী (কমলকুমার মজুমদার)

'মতিলাল পাদরী' গল্পটিতে লেখক কমল কুমার মজুমদার মানব মনের এক দ্বন্দ্বময় চিত্র তুলে ধরেছেন। মতিলাল পাদরী অনেক আশানিয়ে হাঁসদোয়ার গির্জাটি নির্মাণ করেন, কারন তার একমাত্র আশা পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান হবে। আকস্মিক চমৎকারের মতনই আষাঢ় মাসের বর্ষন মুখর রাত্রে তার গির্জায় জন্ম গ্রহণ করে এক শিশু। গির্জায় জন্ম নেওয়া সন্তানের প্রতি সহানুভূতি ও উষ্ণআবেগ, শিশুটির মা ভামরকেও বার বার জীবন সম্পর্কে উৎসাহ দান। সমাজের তথ্য মানুষের এই সন্তান জন্ম সম্পর্কে শুভ বা মঙ্গল বার্তা দেওয়া, ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করা সব মিলে মতিলাল পাদরীকে গল্পে উজ্জ্বলতা দান করেছে। শেষে শিশুটির মুখে বাবা ডাকে আপ্লুত হয়ে পাদরীর জীবনবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে।

- 'মতিলাল পাদরী' গল্পটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- গল্পে হাঁসদোয়ার শালকাঠের ক্রুশটি দূর নিমডার ঢিলা থেকে, সাগরভাতার উৎরাই থেকে এবং আরও অনেক গোয়াল, বাথান গ্রাম থেকে দেখা যায়। কারন গির্জ্জাটি হাঁদাজমির উচ্চে অবস্থিত।
- রবিবার অথবা কোন স্মরণীয় দিবসে গির্জ্জাঘরের মাদুরগুলি পাতা হয়।
- পাদরীর গির্জায় প্রসূতি মেয়েটির নাম - ভামর।
- 'কিসের ভাবনা লো কিসের ভাবনা',
  - বদন হিজড়ে এই ঝুমুর গানটি গায়।

5.7.2 নিম অন্নপূর্ণা

দুর্ভিক্ষ, লড়াই, দাঙ্গা, কালোবাজারি - এই অস্থিতিশীল পরিবেশে খাদ্যসংকট এক চরম রূপধারণ করেছিল। সেই অন্নাভাবকে কেন্দ্র করেই 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের উপস্থাপন।

- প্রীতিলতার দুটি কন্যাসন্তান - যূথী ও লতি। প্রীতিলতার স্বামী ব্রজ।
- যূথী টিয়াপাখির ছোলা খাওয়ার চেষ্টা করছিল।
- যূথী পাখি হতে চেয়েছিল। কারন সে শুনেছে কোন এক ময়রা বাসি জিলিপি, নিমকি, কচুরি চিলের উদ্দেশ্যে রাস্তায় ছড়িয়ে দিত।
- খেতুর মা যূথীর চিৎকারের সময় শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোওর শতনামের 'বিদুর রাখিল নাম কাঙাল ঈশ্বর' পদটি গাইছিলেন।
- টিয়াপাখি যূথীর আঙুলে কামড়ে ধরেছিল।
- অশীতিপর বৃদ্ধটি টহলদারির গান এবং প্রভাতীগান গাইত।
- ব্রজ প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।
- ব্রজর বালিগঞ্জ থেকে ফিরতে সাতটা - আটটা হবে এমনটাই বলেছিল প্রীতিলতাকে।
- 'জ্বলল আঁধার নিভল আলো' - ধাঁধাটির অর্থ পেট।

Sub Unit - 8

সমরেশ বসু (১৯২৪ - ১৯৮৮)

চিত্রকার মোহিনীমোহন বসু এবং শৈবালিনী দেবীর পর পুত্র ও এককন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেন সমরেশ বসু। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'আদাব' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে তিনি কম্যুনিস্টপার্টি নিশিদ্ধ হওয়ার কারাবরন করেন। জেলের মধ্যে শুরু করে ছিলেন 'উতরঙ্গ' উপন্যাসটি লেখা। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে উপন্যাসটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২১ - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

- সমরেশ বসু 'কালকূট' ছদ্মনামে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' (১৯৫৪) লিখেছেন।
- 'ভ্রমর' ছদ্মনামে লেখেন প্রসাদ পত্রিকায় - যুদ্ধের শেষ সেনাপতি; 'পৃথা', 'অন্তিম প্রনয়', প্রেমের কাব্যরক্ত প্রভৃতি। তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কালকূট ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।
- উল্লেখ যোগ্য রচনা - 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'মানুষ' (১৯৭০), 'মানুষ শক্তির উৎস' (১৯৭৪), যাত্রিক (১৯৭০), অবচেতন (১৯৭০), মাহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭) প্রভৃতি।
- "অনেক সময় মনে হয় কালকূট ও সমরেশ যে পরস্পরের পরিপূরক। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে যে অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে 'কালকূট' হিসাবে তাকেই সে বিবৃত করেছে।"

[অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়]

স্বীকারোক্তি

- 'স্বীকারোক্তি' গল্পটি এক রাজনৈতিক পর্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারক থেকে উদ্ধৃত।
- গল্পটি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
- কথকের সঙ্গে নারীর একটি সম্পর্ক আছে।
- কথকের সঙ্গে উন্মাদ ব্যক্তিদের রাখার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করেন কথক।
  ক) কথকের গতিবিধি ও মানসিক অবস্থা জানার জন্য।
  খ) উন্মাদব্যাক্তিদের কাছে থেকে লেখক যাতে মনের অভিসন্ধিগুলি তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেয়।
- লালবাজারের লক - আপ এর ভেতর দেওয়ালে নানা অশ্লীল লেখা থাকত।
  যেমন - 'ও ছুড়ি তোর দাঁড়কাকে গলা খাবলে খাবে'।
- এস.বি অফিসের পুরোনাম স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস।
- এস.বি অফিসটি ছিল লর্ড সিহনা রোডে। এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য, এখানে কোনো ঘরের দরজা বন্ধ এবং বদ্ধ দরজার সামনে একজন করে বন্দুকধারী প্রহরী।
- গল্পটি কলকাতা পুলিশের আসামীকে মারার পদ্ধতি হল কম্বল জড়িয়ে মারার পদ্ধতি। এতে দেহে কোন দাগ হয় না অথচ প্রহার ও পীড়নের সুবিধে হয়। এই গল্পটিতে কথকেও এই ভাবে মারা হয়।
- অলকা একসময় কথকের প্রেমিকা ছিল। তারা দু-জনে হাতে হাত ধরে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা'র নায়ক - নায়িকার মতো চুমো খাবার চেষ্টা করত।
- গল্পে কথক ঢাকা শহরের অন্ধকার গলির মধ্যে সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী পার্টির তিনজন বন্ধু তাকে আক্রমন করেছিল তারা জবাবদিহি যে, কথক রায়বাহাদুর বিরাজমোহনের বাড়ি কেন যায় এবং বিরাজমোহনের নাতনী অলকাকে কথক সমিতির কথা বলেছে কিনা। এই ঘটনার সময় তাদের সকলের বয়স ছিল ষোল - সতেরো কিংবা আঠারোর মধ্যে। এদের মধ্যে নরেশ গুপ্ত নামে একজন ছিল।
- অলকার বয়স যখন বারো তখন তাকে দেখতে সুন্দর ছিল।
- অ্যাকশন কমিটির নেতা ছিল মিহির। পার্টির মধ্যে তার নাম ছিল বাক্‌ভঙ্গি, চেহারা, সাহস, স্মার্টনেস। এই গুন গুলির কারনে।
- কথকের মায়ের নাম ফেলু, কথকের আসল নাম অনল।
- কথক চৌদ্দ বছর বয়সে বীনা ও অমলের প্রেম পত্র আদান প্রদান করতেন এবং এই কারনে বাবা, মা, দাদা সকলের কাছ থেকে কোঠর শাস্তি পেয়েছিল।
- কথক এস.বি জেলে যাওয়ার পরদিন থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত দফায় দফায় চারজন জিজ্ঞাসাবাদ করে। আবার বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দুজন। এর পরের দিন আটজন। জেলে সন্ধে সাতটায় খাবার দিত কথককে।
- নীরার লেখা চিঠি থেকে জানাযায় কথক ধ্রুবকে অনেক গুলোটাকা দিয়ে মুর্শিদাবাদে কোনো বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছে। একদিন পার্টির সন্ত্রাসবাদী নীতির পরিবর্তন হবে কথক এই বিশ্বাসে ধ্রুবকে ফিরিয়ে আনবে।

শহীদের মা

- ‘শহীদের মা’ গল্পটির চরিত্রগুলি হল - হরপ্রসাদ, বিমলা, কৃপাল, দয়াল, বাদল, প্রতিবেশি কনার মা ও মেঘুর মা ইত্যাদি।
- বিমলাদের উঠোনের একধারে টগর গাছ এবং একবছরের একটি শিউলি গাছ আছে।
- গল্পে বিমলাদের ঘরে কাঠের ফ্রেম, টিনের দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল।
- বাদল যেখানে খুন হয়েছে সেখানে একটি বেদী করা হয়েছে সেই বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা আছে। বাদলকে অন্যপার্টির লোকরা খুন করেছে।
- বিমলার বড় ছেলে কৃপাল চাকরি করে। মেজোছেলে দয়াল বেকার। বিমলার তিন ছেলে ও স্বামী হরপ্রসাদ। ছোট ছেলে বাদল। বাদলের পরে দুটো ছেলে ছিলো মারা গেছে।
- বাদল জন্মের সময় মেঘুর মা বিমলাকে প্রসব করিয়েছেন। বাদল জন্মেছে রান্না ঘরে। উনিশে শ্রাবন সকাল এগারোটায়। বাদল হয়েছিল মাতৃমুখী।
- বিমলার তিন সন্তানের মধ্যে কৃপাল আর দয়াল জন্মে ছিল পদ্মার ওপারে আর বাদল জন্মেছিল পদ্মার এপারে নিজেদের ভিটায়। কৃপাল আর দয়ালের পিঠোপিঠি ছিল। বাদল দয়ালের থেকে সাত বছরের ছোট।
- কলোনীর বিধবা মেয়ে বিমলার প্রসবের সময় বাড়িতে রান্না বান্না করত। বীনা বড় ঘরের বারন্দায় রান্না চাপিয়েছিল।
- বিমলাদের ঘরের কোনে জবাগাছ ছিল।
- বাদলের টাইফয়েড হয়েছিল যখন বাদল ক্লাস টেনে পড়ে। তখন কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় বরফ দিয়েছে। রক্তবিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে বাদলের বিছানায় বসে ছিলেন। তখন বাদলের একবছর পড়া নষ্ট হয়েছে।
- পরিবারের প্রত্যেক সদস্য বিমলার তিন ছেলে ও স্বামী সকলে ভিন্ন ভিন্ন পার্টির মেম্বার। বাড়িতে প্রথম বাদলের বিরুদ্ধে বিমলাকে শাসিয়ে ছিল কৃপাল।
- বাদলের মৃত্যুর দিন নিজের বাড়ির উঠোন থেকে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল তার পার্টির লোকেরা। কৃপাল আর দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায় নি। হরপ্রসাদ একটু দুরে দাঁড়িয়েছিলেন।
- বিমলার ছেলেদের জন্মদিন মনে থাকতো ছেলেদের জন্য তিনি পায়েস বানাতেন।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 9
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

জন্ম - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ, ২০ আগষ্ট (১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা ভাদ্র)
মৃত্যু - ১৯৮৩
জন্মস্থান -- অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলা।

- প্রথম উপন্যাস -- 'সূর্যমুখী', নববর্ষ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।
- 'বারো ঘর এক উঠোন' সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস।
- মোট উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চান্ন।
- 'খেলনা'। জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ- প্রথম গল্পগ্রন্থ।

5.9.1 নির্বাচিত গল্প সমুদ্র

- জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর - সমুন্দ্র গল্পটি 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের বাসিন্দা গল্পকথক তার স্ত্রীকে নিয়ে পুরীতে সমুদ্র দেখাতে গিয়েছিলেন। গল্পকথক স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত হলেও সমুদ্র দেখার পর তিনি সমুদ্রের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রীর রূপ সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষন তখন তার কাছে নিতান্তই গৌন হয়ে পড়ে। কারন দূর - সমুদ্রের গভীর শব্দ আর নিকট সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাস তাকে একেবারে পাগল করে তুলেছিল। সমুদ্রের গর্জন যখন গল্পকথকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তখন তার স্ত্রী হেনা নির্বিকার ভাবে ঘুমিয়েছে। গল্পের শেষাংশে অবশ্য সমুদ্রের প্রতি গল্পকথকের বিরাগ জন্মায় এবং তার স্ত্রীর প্রতি হরিয়ে যাওয়া ভালোবাসা আবার ফিরে পান।
- গল্পের একটি বিশেষ চরিত্র হল বীরেনের মামা। চায়ের দোকান এবং হোটেলের মালিক বীরেনের মামা হওয়ার সুবাদে সবাই তাকে 'মামা' বলে সম্বোধন করে। এই লোকটির সঙ্গে গল্পকথকের সমুদ্র নিয়ে একাধিকবার আলাপ আলোচনা হয়। সমুদ্র লোকটিকে এমনভাবেই সম্মোহিত করে যে, সমুদ্রের শব্দ শুনে শুনে লোকটি গল্পকথকের মধ্যে যেন একটা কিছুর সংক্রমন ঘটাতে শুরু করেন। ট্রেনে ফেরার পথে গল্পকথক তার স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, লোকটি এতটাই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর যে, তিনি তার স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন।

Teachinns Text with Technology

5.9.2 গিরগিটি

- শারদীয়া দেশ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) প্রত্রিকায় গিরগিটি গল্পটি প্রকাশিত হয়।
- বরদাসুন্দর বটব্যালের সস্তা টিনের ঘরের ভাড়াটিয়া দম্পতি মায়া ও প্রনব। উঠোনের বাঁ দিকে নিচু একচাল একটা খুপরিতে থাকে সাড়ে বারো টাকা ভাড়ায় ভুবন সরকার। ভুবন সরকার একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। মায়া নিজের রূপ সৌন্দর্য নিজেই উপভোগ করে প্রকৃতির মাধ্যমে। তার কচি পেয়ারার মত ছোট্ট সুগোল মসৃন থুতনিটা স্বামীর খুব প্রিয় অথচ স্বামীর মুখে রাতদিন তার রূপযৌবনের অঢেল প্রশংসা শুনে মায়া ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়। মায়া জানে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের চোখ, কান প্রনবের নেই। যে পুরুষ তিনবার বিবাহ করেও বৃদ্ধ বয়সে প্রবৃত্তির তাড়নায় পুনরায় বিবাহে উদ্যোগী হয়েছে তার পৌরুষের কাছে মায়া সহজে ধরা দেয়। মায়াকে প্রনব বুঝে উঠতে পারেনি অন্যদিকে বৃদ্ধ ভুবন সরকারের সৌন্দর্যবোধে মায়া মুগ্ধ হয়েছে।

Sub Unit - 10
বিমল কর (১৯২১ - ২০০৩)

এককালের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হলেন বিমল কর। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় 'ইঁদুর' গল্প লিখে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় যুক্ত হবার পর তাঁর বেশিরভাগ রচনা 'দেশ' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হতে থাকে তিনি বেশ কিছুদিন 'শিলাদিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিমল করের প্রথম গল্প 'অম্বিকানাথের মুক্তি' প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রবর্তক'এ ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থ হল - 'বরফ সাহেবের মেয়ে' (১৯৫২), 'পিঙ্গলার প্রেম' (১৯৫৭), 'আভুরলতা' (১৯৫৮), 'সুবাময়' (১৯৫৯), 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' (১৯৬৮), 'মোহনা' (১৯৭৩), 'প্রেম শশী' (১৯৭৬), 'গুনেন একা' (১৯৮৪), 'উপাখ্যানমালা' (১৯৯২) ইত্যাদি।
'ইঁদুর' গল্পে ইঁদুরের রূপকে মানবজীবনের আখ্যান বর্নিত হয়েছে।

5.10.1 জননী

- বিমল করের 'জননী' গল্পটি ১৯৬২ সালে 'দেশ' পূজাসংখ্যায় বের হয়।
- 'জননী' গল্পের কথকের মায়ের পাঁচটি সন্তান। তার বাবা বলতেন, মার হাতের পাঁচটি আঙ্গুল।
- কথকের বড়দা তার মা-র উনিশ বছর বয়সের ফল। বড়দার পর হয় বড়দি। ঠাকুরমা বড়দিকে নয়নের মণির মতন করে লালন-পালন করেছে। ঠাকুরমা ঝুলন পূর্ণিমাতে মারা যায়।
- বড়দির পর পৃথিবীতে আসে কথকের মেজদা। মেজদা বাবার মতন। অবিকল মুখের আদল, লম্বা লম্বা হাত। গায়ের রঙ একটু তামাটে।
- এরপর আসে কথকের ছোটদি। কথকের থেকে মাত্র দেড় বছরের বড়। ছোটদি কথককে ছেলেবেলায় 'কড়ে' বলত, মানে কনিষ্ট। তার খেপানো ডাক থেকেই কথকের ডাক নাম কড়ি হয়েছিল।
- কথকের সংসারে প্রথম শোক আসে তার বড়দির বিয়ের পর। তার স্বামী খারাপ রোগে ভুগছিল। তার প্রথম ছেলেটা নাক ভাঙা, বিকলাঙ্গ পরে মারা যায়।
- বড়দির পর দ্বিতীয় শোক, কাজ উপলক্ষে দানাপুর যাওয়ার পথে মেজদার অন্ধ হওয়ায়। এরপর তৃতীয় শোক হল কথকের বাবার মৃত্যু। তার মৃত্যু হয় সন্ন্যাস রোগে।
- কথকের বাবার মৃত্যুর দু বছর পরে আসে চতুর্থ শোক, কথকের ছোটদি অসুস্থ হয়। এরপর আসে পঞ্চম শোক, কথকের মার মৃত্যু। তার মৃত্যু হয় ফাল্গুন মাসে।
- এক বিঘের ওপর জমি নিয়ে কথকের দোতলা বাড়ি। পাঁচ বিঘের বাগান, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির বাগানের উত্তরের দিকে যেখানে করবীর ঝোপ স্থল পদ্মার রাশিকৃত গাছ, ঘাসের জঙ্গল সেই দিকটায় কথকের মাকে দাহ করা হয়। শ্রাদ্ধের পর এই স্থানে বেদী তৈরি করে কাশীর সাদা পাথর দিয়ে বেদীটা মোড়া হয়। বেদীর মাথার কাছে বৃন্দাবনের কদম্বগাছ আর পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা গাছ রয়েছে। কদম্ব গাছটির বয়স কথকের বয়সের সমান। এই গাছটি বৃন্দাবন থেকে এনেছিল কথকের বাবা।
- কথকের বড়দির নাম অনুপমা। ডাক নাম অনু। ছোটদির নাম নিরুপমা, বড়দির সঙ্গে মিল করে রাখা । কথকের মেজদার নাম দীনেন্দ্র ছোট করে দীনু।
- কথকের বড়দা বিয়ে করেনি বলে মায়ের মনে দুঃখ ছিল। বড়দার জন্য যে মেয়েকে তার মা পছন্দ করে রেখেছিল সেই মেয়েটিকে বড়দার বন্ধু অবনী ভালোবাসত। মেয়েটির নাম ছিল কনক।
- বড়দির শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসাকে তার মা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বড়দির স্বামী চামড়ার ব্যবসা করত।
- কথকের বাবার এক বন্ধু শচীন কাশীতে থাকতেন। কথকের সেই শচীন জ্যেঠামশাই কথকের বাবার সঙ্গে ব্যবসা করতেন। নানা জায়গায় ঘুরে শেষে তিনি কাশীতে গিয়ে শেষ জীবন কাটান। শচীন জ্যেঠা স্থবির হয়ে পড়েছেন, স্ত্রী শ্বাসরোগে শয্যাশায়ী, বড় ছেলে হোটেলের গাইড গিরি করে দুটি মেয়ে। একটি পা খোঁড়া হয়ে টাঙা থেকে পড়ে, অন্যটি কোন এক বাড়িতে রান্না কাজ করে। শচীন জ্যেঠার ছেলের বউ মারা গেছে দুটি বাচ্চা-কাচ্চা রেখে। কথকের মা কথককে নিয়ে পনেরো-বিশ দিনের জন্য কাশী গিয়েছিল তার বাবার পুরানো কোন ব্যবসায় শচীন জ্যেঠা কবে কাগজপত্রে অংশীদার ছিল সেটা নকচ করিয়ে আনতে।
- কথকের পাঁচটি ভাই বোন মৃত্যুর পর মা-কে যে সমস্ত জিনিস দিতে চেয়েছে। তা হল -
  ১. বড়দা তার মাকে তার ভালোবাসার মন দিতে চেয়েছে।
  ২. বড়দি চেয়েছে মানুষের উচিত সাহস দিতে।
  ৩. মেজদা তার মা-কে হৃদয়ের চক্ষু দিতে চেয়েছে।

৪. ছোটদা তার মা-কে মনের ভরসা দিতে চেয়েছে।
৫. সবার ছোট কথক তার মা-কে স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা দিতে চেয়েছে।

5.10.2 ইঁদুর

- বিমলকরের 'ইঁদুর' গল্পটি 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়েছে।
- গল্পটির রচনাকাল ১৯৫২ সাল।
- 'ইঁদুর' গল্পের চরিত্রগুলি হল - যতীন, মলিনা, বাসুদেব।
- গল্পে র‍্যাশন আনা ক্যাম্বিশের থলের নীচে রাখা ছিল ইঁদুর মারা কল।
- মলিকা স্বামী যতীনকে খেতে দেয় দালদায় লালচে করে ভাজা চারখানি বাসী রুটি, দুটুকরো বেগুন ভাজা, একটু গুড়।
- মলিনা যতীনকে র‍্যাশনের জন্য পাঁচ টাকা দেয়।
- যতীনের অফিসের ডিউটি আটটায়। সে র‍্যাশন আনতে যায় সাড়ে সাতটায়।
- যতীন মলিনার ঘর ছিল বস্তিতে। তাদের একটি খোলার চালের ঘর, আর একফালি দালান রয়েছে। সামনে রয়েছে একটু মাটির উঠোন। এই বাড়ির ভাড়া কুড়ি টাকা। অনেক ধরা কওয়া করে তারা কুড়ি টাকায় বাড়িটি নিয়েছে তা না হলে এই বাড়ির ভাড়া ছিল চব্বিশ টাকা। তাদের ভাড়াবাড়িটি ছিল আসানসোলে তালপুকুর পাড়ায়। তিন বছর আগে এই ভাড়াঘরটি তিন টাকাতেও কেউ ভাড়া নিতনা। কিন্তু যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সব সোনা হয়ে গেছে।
- ঘরের ইঁদুর গর্ত বন্ধ করার জন্য যতীন অফিস ফেরত ভোলাবাবুর কাছ থেকে সিমেন্ট চেয়ে রুমালে বেঁধে আনে। আর একটা কনিক কিনে আনে।
- যতীনের চাকরির মাইনে একশো টাকা।
- মলিনার ময়লা রং দেখে তার বাপ মা নাম দিয়েছে মলিনা।
- তালপুকুরের ঘরে ইঁদুর মারার জন্য মলিনা এনেছে প্রথম ইঁদুর মারা কল, তারপর বেড়াল, শেষ পর্যন্ত ইঁদুর মারা বিষ।
- যতীনের বন্ধুর নাম বাসুদেব। তিনি মুন্ডিত মস্তক, গৈরিক বাস, - দীর্ঘদেহ এক মূর্তি নিয়ে কল্যানেশ্বরী থেকে যতীনের বাড়িতে ফিরেছেন।
- বাসুদেব পূর্ণিমার দিনে ভাত খান না।
- বাসুদেবের মুখের ছাঁদ ধবধবে ফরসা গোলগাল। ভিজে চন্দন দিয়ে মুখে তিলক আঁকলে যেমন দেখায় ঘাম জমে তার মুখটি ঠিক তেমন দেখায়।
- বিছানায় বসে বাসুদেবের 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' পড়ার উল্লেখ রয়েছে।
- মলিনা আশ্রমে শুধু একবার গেছে এবং সেবারে আরতি শুনেছে দেখেনি।
- যতীনের অফিসে চিঠি এসেছে। যতীনের আগের এপ্রিল মাস থেকে পরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পাঁচ টাকা করে ডিয়ারনেস বেড়েছে । পাক্কা এক বছরে ষাট টাকা পাবে। এই টাকা নেওয়ার জন্য যতীন কলকাতা যাত্রা করে।
- মলিনা যতীনকে কলকাতা থেকে মোটা দড়ি কিনে আনতে বলেছে।
- যতীন আর বাসুদেবের একই গ্রামে বাড়ি, একই সঙ্গে তারা ছেলেবেলা থেকে মানুষ।
- বাসুদেবের এক ডানাকাটা পরীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মেয়েটি ছিল বালবিধবা। একথা বাসুদেবের অজানা ছিল না।
- মলিনা রাতে নিরাপত্তার জন্য দরজার চৌকাঠে ইঁদুরমারা কল রাখে।
- মলিনার বয়স আঠারো বছর।
- মলিনা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায় গোটা তিরিশেক টাকা জমিয়েছে। তার বড় শখ হল, আর কিছু টাকা জমিয়ে সে ভারী দুটো কানবালা গড়াবে। কিংবা পূর্নিমার মত একটা শাড়ী কিনবে।
- যতীনের বাবা থাকেন গলসীতে।
- বাসুদেব যতীনের বাড়িতে তিন সপ্তাহ থেকেছে।
- মলিনার পা ইঁদুর মারা কলে কেটে যায়।
- বাসুদেব রিকশা করে যতীনের বাড়ি থেকে বিদায় নেন।
- গল্পশেষে বাসুদেব বসন্তে আক্রান্ত হন।
- বাসুদেব যতীনের বাড়ি থেকে দেওঘরের আশ্রমে গুরুর কাছে যাত্রা করেন।
- গল্পশেষে মলিনা ইঁদুর কলটি জানালা দিয়ে ফেলে দেয়।

Sub Unit - 11
মতি নন্দী - (১৯৩৩ - ২০১০)

মতি নন্দী বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক, 'বেহুলার ভেলা' (১৯৫৮) উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি ক্রীড়াসাংবাদিক থাকায় ক্রীড়াজগতের বিচিত্র আখ্যানকে গল্পে ও উপন্যাসে ভঙ্গিতে পরিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

5.11.1 আত্মভুক

- গল্পটি 'চতুর্থসীমানা' (১৯৭৫ - ১৯৭৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র খুকীর মাছির মতো ছটফট করা চোখ দুটো অপেক্ষা করে থাকে বাবার অফিস যাবার প্রতীক্ষায়। কারন তারপরেই সে চলে যাবে হালদার বাড়ি।
- খুকীর বয়স পনেরো।
- খুকীর বাড়ি একতলা। হালদার বাড়ি চারতলা।
- হালদার বাড়ির হালদার গিন্নী চালচলনে রাশভারী। আর বড় বৌ যেন মোমে গড়া পুতুল।
- হালদার বাড়ির বৌয়ের ঘরের ড্রেসিং টেবিল আরশোলা রঙের।
- তারকের বৌ বি.এ পাস। একটা আপিসে চাকরি করে। তারকের সঙ্গে তার প্রেম করে বিয়ে হয়েছে।
- হালদার বাড়ির বাজার আসে দশটায়।
- হালদার বাড়ি থেকে বার হতেই খুকীকে ১২ নম্বরের জেঠিমা ডাক দেয়। তখন বেলা সাড়ে এগারোটা।
- হালদার বাড়ির ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ি আহিরীটোলা। ১২ নম্বরের জেঠিমার ভাগ্নীর বড় ননদের শ্বশুরবাড়ির পাড়ার মেয়ে ছোট বৌ। ছোট বৌ এর বাবার মনোহারি দোকান।
- ১২ নম্বরের জেঠিমার ভাগ্নীর ছোট ননদ আই.এ. পাস।
- হালদার বাড়ির ছাদের পাঁচিল থেকে গোটা পাড়াটাই দেখা যায়।
- খুকী হালদার গিন্নিকে জানায় ভট্চাজদের শ্রীধররের কাজগুলো সব দত্তকাকীই করে।
- তারকদার কালো বর্ডার দেওয়া খয়েরি হাতারা সোয়েটারটা বানিয়ে দেয় নীলিমা।
- তারক নীলিমাদের বাড়িতে যায় প্রত্যেক রোববার।
- খুকী জানায় হালদার বাড়ির ছোট বৌয়ের মত বিনুদিও ও বইপড়ার বাতিক আছে।
- বিনুদিকে রোজ বই এনে দেয় ওর ভায়ের মাস্টার।
- হালদার বাড়ির পর্দায় ময়ূরের নকশা।

5.11.2 শবাগার

- শবাগার গল্পটি 'কপিল নাচছে' (১৯৭৮-৮৭) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- গল্পের চরিত্রবর্গ - (ক) মুকুন্দ
  (খ) লীলাবতী
  (গ) মানবেন্দ্র সেন (মনু) (মুকুন্দ - লীলাবতীর পুত্র)
  (ঘ) মীরা (মুকুন্দ - লীলাবতীর কন্যা)
  (ঙ) শিপ্রা (মুকুন্দর নীচের ভাড়াটে)
  (চ) গৌরাঙ্গ (শিপ্রার স্বামী)
  (ছ) অধর (মুকুন্দর কলিগ)
  (জ) শিশির (মুকুন্দর কলিগ)
- মুকুন্দ খবর কাগজের প্রথম পাতায় যে চারজনের মৃত্যু সংবাদ শুনেছিল তারা হলেন - দুজন বিদেশি মন্ত্রী। একজন বাঙ্গালি ডাক্তার ও কেরলের জনৈক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। চার জনের বয়স হয়েছিল যথাক্রমে - ৭২, ৫৫, ৫৮ ও ৫৬।
- মুকুন্দর বয়স ৫১। সে ব্যাঙ্কের প্রবীণ কেরানি।
- মুকুন্দর বোন জয়ার শ্বশুর অফিস যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে থ্রম্বসিসে মরে গেছল।
- শিপ্রার শীতল পাখির মতো গায়ের চামড়া, দেহটি নধর।

- শিপ্রার স্বামী গৌরাঙ্গ ক্যান্সারে আক্রান্ত।
- মনুর বয়স বাইশ বছর। কলেজে পড়ে।
- জয়ার শ্বশুরকে পাঁচদিন পর মর্গে পাওয়া যায়।
- মুকুন্দর পকেটে ছিল জনৈক ভোলানাথ গুঁইয়ের লন্ড্রি বিল।
- মুকুন্দ অফিস থেকে বেরিয়ে শুনে উত্তর কলকাতায় ট্রাম পুড়ছে। তাই ট্রাম বন্ধ।
- শিশির যে স্টপেজে দাঁড়িয়ে সেখানেই একটা সুঠাম মেয়ে শ্যামবাজারে বাসে ওঠার জন্য দাঁড়িয়েছিল।
- 'আমরা খুব গরিব' - বক্তা শিশির।
- মুকুন্দর বাড়ি বঙ্কু সরকার লেনে।
- মুকুন্দ যে দেহটাকে সনাক্ত করেতে গিয়েছিল তার গায়ের জামার রঙ নীল।
- মুকুন্দ যার হাতে বাড়ি ফেরার পথে ঝকঝকে ইস্পাত দেখতে পেয়েছিল তার নাম তাজু। মনুর ছোটবেলার বন্ধু। সে না থেমে গঙ্গা পারাপার করে বলে শোনা যায়।
- মনুকে ওরফে মানবেন্দ্র সেনকে অর্থাৎ মুকুন্দর ছেলেকে যে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে তা একজন মুকুন্দকে টেলিফোনে জানায় তার অফিসে বেলা বারোটায়।
- মানবেন্দ্র সেনকে পুলিশ রাস্তা থেকে অ্যারেস্ট করে। তখন সে কলেজ যাচ্ছিল।
- মুকুন্দ অজিত ধরকে তার সঙ্গে থানায় যেতে বললে অজিত ধর জানায় - 'সাড়ে তিনশো লোকের স্যালারি স্টেস্টমেন্ট করছে। চারদিন পর মাইনে'। তাই সে যেতে পারবে না।
- 'ও তো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের' - বক্তা মুকুন্দ।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 12
সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০ - ১৯৮৫)

ফরিদপুরের রাজবাড়ি গ্রামে মাতামহের বাড়িতে সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৮ সেপ্টেম্বর ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৩ ভাদ্র) জন্মগ্রহন করেন। রাজবাড়ি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় চলে এলেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে তিনি আই.এ এবং বি.এ পাশ করেন। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কংগ্রেস কর্মী। ছোটবেলাতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পড়ে তাঁর মনে সাহিত্যিক হবার বাসনা জাগ্রত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. তে অর্থনীতি বিষয় নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে বিহারে চলে গেলেন। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসের কনিষ্ট কেরানি হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর 'প্রত্যহ' কাগজের সরকারী সম্পাদক হন। এখানেও বেশি দিন থাকেননি। যুগান্তর, মনিং, নিউজ, নেশন, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ঘুরে সবশেষে আনন্দবাজার পত্রিকায় বার্তাসম্পাদক থেকে সংযুক্ত থাকাকালিন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

৫.১২.১. নির্বাচিত গল্প দ্বিজ

নিজের দেশ, বাড়ি, ঘর ছেড়ে মহিমপুরের ক্যাম্পের ছ'ফুট-আট-ফুট ছোট খুপড়িতে এসে আশ্রয় নেওয়া দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছবি ফুটে উঠেছে 'দ্বিজ' গল্পে।

- নিশি কান্তরা পূর্ববঙ্গ থেকে এই দেশে ভেসে এসেছিল বন্যার কারনে।
- নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তীর গন্তব্যস্থল নাগের বাজার। সেখানে নিশিকান্ত 'সুশীতল বিড়ি' ফ্যাক্টারীতে কাজ করে।
- 'সুশীতল বিড়ি' ফ্যাক্টারীর মালিক নটবরের এক চোখ কানা।
- নিশিকান্তের বংশগত পেশা ছিল পূজার্চনা করা। কিছু বন্যার কারনে যখন এদেশে আসে তখন এই পেশা আর টিকিয়ে রাখতে পারেনি তাই বাধ্য হয়ে বিড়ি ফ্যাক্টারীতে কাজ নেয়।
- নিশিকান্তের স্ত্রীর নাম নয়নতারা তার পুত্রের নাম গোপাল।
- নিশিকান্ত পূর্বের রাতে পাঁচশো বিড়ি কম দিয়েছিল।
- নিশিকান্তর সঙ্গে বিড়ির ফ্যাক্টারীতে কাজ করে অর্জুন, গনেশ, সনাতন, মধু ভৈরব। জন দুই মুসলমানও আছে।
- নিশিকান্ত যে বাবুদের গৃহে চন্ডীপাঠ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতে গিয়েছিল তারা বলেছিল অন্তস্থ 'য' এর উচ্চারন আর একটু শ্রদ্ধাভাবে করতে শিখতে।
- 'কলিযুগে ব্রহ্মা শাপও ব্যর্থ
- ভৈরবের সারা মুখে বসন্তের দাগ, চোখ দুটো লালচে। তার জ্বর হয়েছিল।
- নিশিকান্ত আর তার সহকর্মীরা সবাই মিলে একটা পানের দোকান দিয়েছে গোরাবাজারে। ঠিক হয়েছে দোকান ভালোচললে সিগারেট ও রাখা হবে।
- নিশিকান্ত বাড়ি ফেরার সময় রসখিলি ও হিমখিলি পান নয়নতারার জন্য নিয়ে এসেছিল।
- নিশিকান্ত গোপালের মাকে অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শার গল্প বলে। পান খেয়ে নবাব সাহেব পিক ফেলতেন যখন, তখন দু-তিন মাইল দূরের লোক ও টের পেত।
- যোশর রোডে যখন একটি নতুন দোকান খোলা হয়, সেদিন দোকানের চার্জ ছিল নিশিকান্ত। বিশ টাকার বিক্রি করে কয়েকখিলি পান ও পাঁচ টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরে।
- নিশিকান্ত যে পান বিড়ির দোকান করে তা দমদমে প্রথম দেখে এসে পড়ায় বলেছিয় মন্মথ।
- 'আমারে পান-আলা কইয়া যত না অপমান করেছে মন্মথ, পান সাজনেরে নিচি কাম কইয়া তার থিকা কম অপমান করলা না তুমি' - নিশিকান্ত।

৫.১২.২. কানাকড়ি

কানাকড়ি সন্তোষকুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। মন্মথ ও সাবিত্রী দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রী। ওদের এক কন্যা আছে। আহিরীটোলা এলাকায় তারা ভাড়া থাকে। তাদের পাশের ঘরে এক অবিবাহিতা মহিলা মল্লিকা ভাড়া থাকে। মল্লিকা থিয়েটার-সিনেমায় অভিনয় করতে চায় নাচ-গান চর্চা করে। মল্লিকার ঘরে প্রায়ই ট্যাক্সি নিয়ে একটি লোক আসে। তার নাম শশাঙ্ক। শশাঙ্ক মল্লিকাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে প্রায় কোথায় চলে যায়। শশাঙ্ক ট্যাক্সির হর্ন দেয়, দরজায় টোকা দেয়, মল্লিকা হাই হিলের মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যায়। সাবিত্রীর কাছে এসব কেমন ভয়ের ঠেকে। মল্লিকার সঙ্গে তার আলাপ হয়। পুরুষটি কে জানতে চাইলে নানান রকম উত্তর আসে। কোনোদিন বলে মামাতো ভাই, কোনোদিন বলে জ্যাঠতুতো ভাই। সাবিত্রী স্বামীকে জানায়, মল্লিকা নষ্ট মেয়ে। এ বাসা ছেড়ে অন্য বাসায় ওঠার জন্য স্বামীকে তাগদা দিতে থাকে। কিছুদিন এইভাবে চলার পর মল্লিকা গায়ে পড়ে সাবিত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে ফেলে। মল্লিকা শশাঙ্কর আনা মাংস সাবিত্রীকে

খাওয়ায়, সাবিত্রী হোটেল থেকে আনা বাঁধাকপি মুড়িঘন্ট খাওয়ায়। সাবিত্রীরা দরিদ্র-মধ্যবিত্ত পরিবার। স্বামীর অফিসে নিত্য গোলমাল লেগে আছে। তথাপি সামাজিকতাকে তো বাদ দেওয়া যায় না। ইচ্ছে না থাকলেও সাবিত্রীকে মল্লিকার ঘরে আসতে হয়। মল্লিকার ঘরে শশাঙ্কদের নাচ গানের আসরের আয়োজন চলছে। সাবিত্রীর ছোটো মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়াছিল। শশাঙ্ককে দেখে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এল। শশাঙ্ক লোভী দৃষ্টিতে এক ঝলক দেখে নিল সাবিত্রীকে। মন্মথ সাবিত্রীকে বলল, আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচু করিনি। এমনই সময় মন্মথর চাকরি চলে গেল। মল্লিকা রেস খেলে টাকা বাড়ানোর কথা বললো। সাবিত্রী মন্মথকে রেস খেলার টাকা দিল। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে মন্মথ, কিন্তু কোথাও চাকরি জোটে না। রেসে পয়সা খাটায় মন্মথ সাবিত্রীকে গালমন্দ করে। সাবিত্রীর আঙ্গুলের আংটি বিক্রি হয়, পেটের সন্তান নষ্ট হয়। হাজার চেষ্টা করেও সাবিত্রী মল্লিকার কাছে তা অভাবের ফুটো কলসিকে গোপন রাখতে পারেনা। মল্লিকা গোপন করতে চেয়েছে ওর কলঙ্কের কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের ফুটো কলসি। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রায় অনুভব করল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। সাবিত্রী মল্লিকার কাছে তার বর্তমান জীবনের দারিদ্রকে আর লুকিয়ে রাখলো না। মল্লিকাকে সাবিত্রী বলল যে - ও সিনেমায় অভিনয় করতে চায়। মল্লিকা সাবিত্রীকে শশাঙ্কের পাশে বসে দুপুর শোয়ে সিনেমা দেখার জন্য সিনেমার টিকিট দিয়ে সাবিত্রীকে পাঠিয়ে দিল। মল্লিকার মুখের কথায় যা হবে, তার দশগুন কাজ হবে সাবিত্রী নিজে বললে। সাবিত্রী গেল, শশাঙ্কের পাশে বসে সিনেমা দেখলো, চা খেলো, ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলো, শশাঙ্ক ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, স্বামীর ভয়ে ট্যাক্সি চাপেনি। কিন্তু বাড়িতে আসতেই মন্মথ বলল, 'ওরা আমুদে লোক একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকারও করে। শূচিবায়ুর বাড়াবড়ি করে সব মাটি করলে?'। স্বামীর এই কথা শুনে সাবিত্রীর অন্তরটা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে থাকলো। অর্থ যে সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দেয় সাবিত্রী গভীরভাবে তা উপলব্ধি করল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কি করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে। আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার; মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবেনা, কত বড়ো দুটো ভুল আছে একদিনে ভেঙে গেছে।

- দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না, নাম ধরে ডাকল সাবিত্রী। - (গল্পের সূচনা)
- মন্মথর সংসার তিন জনের। অফিস থেকে ২টি টিউশনি করে বাড়ি ফিরল মন্মথ।
- সাবিত্রীর বাপের বাড়ি বেহালায় সে এখন আহিরিটোলাতে বাড়িভাড়াতে থাকে স্বামী মন্মথের সঙ্গে। তাদের সন্তানের নাম খুকি।
- পাশের বাড়ির প্রতিবেশির নাম মাল্লিকা।
- সাবিত্রীর সঙ্গে তার বাড়িতে প্রথম দেখা করতে আসে মল্লিকা।
- সাবিত্রী ট্যাক্সি চড়েছে দুবার - প্রথমবার বিয়ের সময় দ্বিতীয়বার মিনু হতে হাসপাতালে যেতে।
- মল্লিকা সাবিত্রীকে জানায় যে তাকে রোজ ট্যাক্সিতে করে নিয়ে যায় তার মামাতো ভাই। কারন মল্লিকার হার্টের ব্যামো।
- মল্লিকার কথামত তার জ্যাঠতুতো ভাই এর জেদাজেদিতে মল্লিকা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। তার জ্যাঠতুতো ভাই তার থেকে দু'বছরের ছোট। সিনেমায় ডিরেক্টর।
- 'তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পারেনা' - মন্মথ - সাবিত্রীকে বলেছে।
- মন্মথ তার শ্বশুরবাড়ি যেত শনিবার। সাবিত্রীর বাবা নেই মা ছোট ভাই এর কাছে থাকে।
- 'আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নিচু করিনি' - বক্তা মন্মথ।
- মন্মথ অ্যালফ্রেড অ্যান্ড জ্যাক্সন কোম্পানির বড়বাবুর কাছে গিয়েছিল চাকরির জন্য।
- কার্তিক মাসের গোড়াতে সাবিত্রী বাপের বাড়ি যায়।
- 'নিজের কাজ নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয় ভাই' - মল্লিকা।
- 'সর্বনাশ হতে হলে মেয়ে মানুষের কত মতিচ্ছন্নই না হয়'।

Sub Unit - 13
লীলা মজুমদার (১৯০৮ - ২০০৭)

ছোটগল্পকার লীলা মজুমদার জন্মগ্রহন করেন কলকাতায় জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে। বাবা প্রমদারঞ্জন রায় বনের খবর বইয়ের লেখক। শৈশব কেটেছে শিলিং পাহাড়ে। ১৯২০ সালের পর থেকে কালকাতায়। সারাজীবন সাহিত্য চর্চাই তাঁর সঙ্গী ছিল।

- ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন বহুকাল।
- ছোটদের জন্য প্রকাশিত হত ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় বিভিন্ন লেখা।
- প্রথম ছোটোদের জন্য বই লিখেছিলন ‘বদ্যিনাথের বাড়ি’।
- পুরষ্কার সন্মান - রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, ভারতীয় শিশু সাহিত্যের পুরস্কার।
- উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ -

১) ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’
২) ‘হলদে পাখির পালক’
৩) ‘টং লিং’
৪) ‘মাকু’ ইত্যাদি।

পদিপিসির বর্মিবাক্স

- গল্পটি প্রথম প্রকাশ হয়েছে সিগনেট প্রেস থেকে ১৩৬০ শ্রাবন মাসে।
- লালমাটি সংস্করন থেকে গল্পটই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৪১৪ বঙ্গাব্দে শুভ নববর্ষে। ইংরেজির ২০০৭, ১৫ এপ্রিল।
- লালমাটি সংস্করনে প্রথম প্রকাশক ছিলেন নিমাই গরাই।
- ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’ গল্পের সত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদ করেছেন।
- ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’ গল্পের অলংকরন করেছেন অহিভূষণ মালিক।
- গল্পটির চতুর্থ সংস্করন হয় ২০১৬ জানুয়ারি মাসে।
- **পাঁচুমামা: -**

- পাঁচুমামার হাত প্যাঁকারি মতো ছিল।
- পাঁচুমামার পকেটে লাল রঙের রুমাল ছিল।
- ছেলেবেলায় একবার ভুল করে বাদশাহি জোলাপ খেয়েছিলেন পাঁচুমামা।
- পাঁচুমামা ও গল্পকথককে স্টেশনে নিতে এসেছিলেন ঘনশ্যাম।
- পাঁচুমামা সংস্কৃতে উনিশ পেয়েছিলেন।

- **পদিপিসি : -**

- বিধবা মানুষ ছিলেন পদিপিসি। বেঁটে খাটো চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর মনেছিল জিলিপির প্যাঁচ আর সিংঘের মতো তেজ।
- পদিপিসির বর্মিবাক্স একশো বছর খুঁজে পায়নি। বাক্সে এক একটা পান্না আছে একটা মোরগের ডিমের মতো; চুনি আছে এক একটা পায়রার ডিমের মতো, মুক্তো আছে এক একটা হাঁসের ডিমের মতো।
- পদিপিসি অদ্ভুত রান্না করতে পারতেন একবার ঘাস দিয়ে চচ্চড়ি করে বড়োলাট সাহেবকে খাইয়েছিলেন।
- পদিপিসি মাঘী পূর্ণীর দিন রাতে বত্রিশ বিঘার ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে নিমাই খুড়ের বাড়ি যান।
- পদিপিসি মারা যাওয়ার সময় বর্মিবাক্সে রাখা মানের কথা মনে পড়েছিল।
- পদিপিসি রোজ সকালে উঠে আধসের দুধের সঙ্গে এক পোয়া ছোলা ভিজে খেতেন।
- একটি মাত্র ছেলে ছিল তার নাম গজা, কালো রোগা ডিগডিগে, এক মাথা কোকড়ানো তেল-কুচকুচে চুলের টেরি বাগান। দিনরাত পানখায় আর তামাক টানে। গাঁজার ব্যবসা করে নিজের অবস্থা ফিরেছে।
- পদিপিসি কথককে বর্মিবাক্সের স্বপ্ন দেখিয়েছেন
- পদিপিসির বর্মিবাক্সটি ছাঁদে গোম্বুজের খোপের মধ্যে রাখাছিল।

Teachinns Text with Technology

- পদিপিসির ছোটো বোনের নাম মণিপিসি। মণিপিসির বিয়ের সময় পুঁথি হারিয়ে যাওয়ায় পুরুত মশাই ভুলভাল মন্ত্র পড়ায় মণিপিসি ও পিশেমশায়ের সারাটাজীবন ঝগড়া করে কাটিয়েছেন।
- পদিপিসি নিমাই খুড়োর বাড়ি থেকে ফিরে এসে বর্মিবাক্সটি ছেলে গজার হাতে দিয়েছিলেন। এরপর বর্মিবাক্স নিয়ে যা ঘটনা ঘটেছে সব মনিপিসির বিয়েতে হারিয়ে যাওয়া পুঁথিতে লেখা রয়েছে।

➢ **গল্প কথক:-**

- কথকের মামার বাড়িতে কথক লুচি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, চালতার অম্বল ও রসগোল্লার পায়েস খেয়েছেন।
- পদিপিসির বর্মিবাক্সের গল্প কথকে পাঁচুমামা ও দিদিমা শুনিয়েছেন।
- গল্পকথকের সেজো দাদামশাইয়ের ঠাকুরদা পানুর ছোটো মেয়ের সঙ্গে ছোটোকাকার বিয়ে ঠিক করেছেন। পানুর ছোটো মেয়েটি মোটা গোলচোখো দেখতে। মেয়েটির তখন বয়স ছিল বারো বছর।
- কথকের মামার বাড়ি পুরোনো বাড়ির মতো ঘরগুলো বিশাল বিশাল, শিড়িগুলো মাত মাত, বারান্দাগুলোর এমাথা থেকে ডাকলে ওমাথা পর্যন্ত শোনা যায় না।
- কথকের পাওয়া গোপন চিঠিটি লাল কালিতে লেখা ছিল - ''শ্রীযুক্তবাবু বিপিনবিহারী চৌধুরীর কাছ তইতে ২০০ টাকা পাইলাম। স্বাঃ নিধিরাম শর্মা। পূঃসব অনুসন্ধানাদি গোপন থাকিবেক।'' - খোঁচা খোঁচা হরফে লেখা ছিল - ''ইতি শ্রী গজার একমাত্র আশ্রয়''
- বর্মিবাক্স খুলে কথক পায় খানিকটা ছেঁড়ামতো হাতে তৈরি কাগজ, মাঝখানে একটি ছাঁদা করে সুতো চালিয়ে কাগজগুলোকে আটকানো থাকে যাকে বলে পুঁথি। এর এক পৃষ্ঠা সংস্কৃত মন্ত্র লেখা অন্য পৃষ্ঠায় খোঁচা খোঁচা হরফে গজার নান রকম লেখা রয়েছে।

  এছাড়াও বর্মিবাক্সে আট-দশটা সাদা-নীল-লাল সবুজ পাথর বসানো আংটি। হার বালা আর এক জোড়া জ্বলজ্বলে লাল চুনি বসানো কানের দুলছিল।
- গল্প কথক বর্মিবাক্সটি পেয়ে বাক্সটি দিদিমার হাতে দিয়েছেন ও সেজোদাদামশাইকে পুঁথি দিয়েছেন। দিদিমা খেন্দিপিসিকে দিয়েছেন হার, তার ঠাকুরপো অর্থাৎ সেজো দাদামশাইকে দিয়েছেন হিরের আংটি; বালাজোড়া নিজের মেয়েকে দিয়েছেন অর্থাৎ কথকের মাকে দিয়েছেন; এবং পান্নার আংটি দিয়েছেন কথককে ও নিজে মশলা রাখার জন্য বাক্সটি নিয়েছেন।

➢ **নিমাই খুড়ো :-**

- নিমাই খুড়ো জঙ্গলে একা থাকতেন, মেলা সাঙ্গপাঙ্গ চেলা নিয়ে কপালে চন্দন সিঁদুর দিয়ে চিত্র করা। কথায় কথায় ভগবানের নাম করেন।
- নিমাই খুড়োর বাড়ি যাওয়ার সময় পদিপিসির সঙ্গে ছিল রামকান্ত।
- নিমাই খুড়োই ছিলেন ডাকাতের সর্দার। একথা জানতে পেরে পদিপিসি প্রতিশোধ নেওয়ার ভয় দেখিয়ে নিমাই খুড়োর কাছ থেকে বর্মিবাক্স আদায় করেন। বর্মিবাক্সটি ছিল হাঙরের আঁকা লাল রঙের। তাতে নিমাই খুড়োর সমস্ত প্রাইভেট পেপার ছিল।
- নিমাই খুড়োর কাছে মাঘী পূর্ণিমার রাতে পদিপিসি গিয়েছিলেন।

➢ **পেশাবদল**

- 'পেশাবদল' গল্পে খবরের কাগজের অফিসে বড়োকাকা কাজ করেন।
- বড়োকাকাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ছোট সম্পাদক কম্বুগ্রামে পাঠান।
- বড়োকাকা কম্বুগ্রামে সরকারি মাছের চাষের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। বড়োকাকা সায়েন্সের ছেলে।
- ছোট সম্পাদক বড়োকাকাকে জানায় দশজন কর্মচরী ছাটাই হবে।
- চায়ের দোকানের ছোকরার নাম 'রমেশ'।
- গল্পে ছোট সম্পাদক প্রথমে রমেশকে দুপেয়ালা চা ও চারটে মাছের চপ আনতে বলেন।
- দ্বিতীয়বার রমেশকে চারটে আলুর পরটার ফরমায়েশ করেন।
- ছোট সম্পাদক তৃতীয়বার রমেশকে মুকুন্দর কাছ থেকে চারটে ছাঁচিপান আনার কথা বলেন।
- বড়োকাকা কম্বুগ্রামে যাওয়ার জন্য আমোদপুর পর্যন্ত টেনে গিয়ে তারপর হেঁটে গ্রামে যেতে হয়।
- কম্বুগ্রামে বড়োকাকার মাইনে ২১০ টাকা বলেছিলেন।
- কম্বুগ্রামের বয়স্ক ব্যাক্তি হলে মোড়ল যিনি তসরের ধুতি ছিল পরনে।
- কম্বুগ্রামের পন্ডিত ছিলেন ব্যোমকেশ এবং বড়োকাকাকে পরে পন্ডিত মশায়ের কাজ দেন।

teachinns Text with Technology

- ব্যোমকেশ বাবু কোলকাতায় গেছেন ছিপ আর চার আনতে।
- কম্বুগ্রামে বড়োকাকা ছিপ ফেললে ছিপে উঠে আসে পেতলের মাঝারি সাইজের মুখবন্ধ ঘোড়া, যার পেটের ভেতরে ছিল মোহর।
- বড়োকাকা যে ঘোড়াটি পেয়েছিলেন সেটি গ্রামের মোড়লের বুড়ো ঠাকুরদার শ্বশুর বাড়ি থেকে পাওয়া আশীর্বাদি ঘড়া। ঘড়াটি দেড়শো বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না।
- গল্পে বড়োকাকাকে রাতে সুগন্ধ চালের ঘি-ভাত, কচ্ছপের মাংস আর লাল ঘন ক্ষীর খাওয়ানো হয়।
- কম্বুগ্রামের লোকেরা ৫০০ বছর ধরে পূর্বপুরুষেরা রাত জেগে জিনিস পাচার করার ব্যবসা করে এসেছে। তারা চাকরি করতে চায় না।
- কম্বুগ্রামের মোড়লের ঠাকুরদা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে বাঁশ ধরে তিনতলা সমান লাফ দিয়েছিলেন।
- কম্বুগ্রামটি তিন মানুষ উঁচু, এক মানুষ পুরু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকে।
- কম্বুগ্রামের মোড়লের পদ্যগুলি বড়োকাকা তার পাড়ার চেতলা ইয়ং মেন্‌স কে দিয়ে তাদের ‘ডামাডোলে’ ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 14
মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম অবিভক্ত ভারতবর্ষের ঢাকায়। পিতা ছিলেন কবি সাহিত্যিক, প্রক্তন, বর্তিকা, সম্পাদক মনীষা ঘটক; কল্লোল যুগের যুবনাশ্ব। মাতা ধরিত্রী দেবী মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটি দিয়ে। পরে কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করেন। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটি ১৯৩৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় খদেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত বংমশাল পত্রিকায়। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসীর রানী' সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রিঃ। প্রথম উপন্যাস 'নটা' হুমায়ুন বক্সী সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিঃ। মহাশ্বেতা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্তলীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক, ভবনমোহিনী পদক জগত্তারিনী স্বর্ণ পদক, অমৃত পুরষ্কার; সাহিত্য অ্যাকাডেমী পুরস্কার। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মহাশ্বেতা দেবীর মৃত্যু হয়।

- মহাশ্বেতা দেবীর কর্মজীবন শুরু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে।
- অভিনেতা, নাট্যককার, লেখক, ভারতীয় গননাট্য সংঘের অন্যতম পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ হয় ১০ ফেবরুয়ারী ১৯৪৭।
- গল্প, উপন্যাস অনুবাদ; জীবনী ইত্যাদি মিলে মহাশ্বেতা দেবীর বইয়ের সংখ্যা শতাধিক।
- উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হল - 'অরন্যের অধিকার' কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্চির জীবন ও মৃত্যু, অক্লান্ত কৌরব, চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর, তিতুমীর, শ্রীশ্রী গনেশ মহিমা, হাজার চুরাশির মা ইত্যাদি।
- ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' পুরষ্কার পান ১৯৮৬ খ্রিঃ।
- জ্ঞানপীঠ পুরষ্কার পয়েছেন।
- এছাড়াও ম্যাগসেসে পুরষ্কার পেয়েছেন।

দ্রোপদী

- 'দ্রোপদি' গল্পটি 'অগ্নিগর্ভ' গল্পগ্রন্থের অর্ন্তগত।
- 'দ্রোপদী' গল্পটি শারদীয়া পরিচয় পত্রিকায় প্রথম ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পটির পর্ব সংখ্যা ছিল ৩ ।
- দ্রোপদী মেঝেন এর বয়স সাতাস। স্বামী দুলন মাঝি। নিবাস চেরাখান্। থানা - বাঁকড়াঝাড়। কাঁধে ক্ষতচিহ্ন জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা।
- গল্পে দুলন ও দ্রোপ্দী দাওয়ালী কাজ করত। বিটুইন বীরভূম - বর্ধমান - মুর্শিদাবাদ - বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভিকউল করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজন নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুকন ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইদারা ও টিউবওয়েল দখল সবেতেই এরা যেইন অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট এর নাম ক্যাপটেন অর্জুন সিং।
- বাঁকড়াঝাড় থানার আন্ডারে অধীনস্থ ঝাড়খানী জঙ্গল।
- 'দ্রোপদী' গল্পের গানটি হল ১।- 'সামারে হিজুলে নাকো
  মার্ গোয়ে কোপে'।
  ২।- ''হেনদে রামব্রা কেচে কেচে
  পুনডি রামব্রা কেচে কেচে''
- দ্রোপদী ও দুলন দীর্ঘদিন নিয়াম ডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ ছিল।
- দ্রোপদী ও দুলনা ঢাঙি হেঁসো-তির-ধনুক নিয়ে নিধনকার্য চালায়।
- 'দ্রোপদী' গল্পে শেকস্পিয়ারের উল্লেখ আছে।
- চ্যাটাল পাথরে যখন দুলন মাঝি জল খাচ্ছিল তখন শেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ুরী তাকে গুলি বিদ্ধ করে। ৩০৩ এর আঘাতে দুলন ছিটকে পড়ে 'মা - হো' বলে রক্ত উদগিরণ করে নিশ্চল হয়।
- 'মা - হো' - শব্দটির মানে জানার জন্য অধিবাসী বিশেষজ্ঞ ও দুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে আনা হয় তাঁরা এর জন্য হফম্যান জেফার গোলভেন পামার প্রমুখ মহাশয়দের রচিত অভিধান ঘাঁটে।
- 'মা - হো' শব্দটির অর্থ হল - উটি মালদ র সাঁওতালরা গাঁধীরাজার সময়ের লড়তে নেমে বলেছিল, উটি লড়াইয়ের ডাল। এই মন্তব্যটি করেছেন চমরুর।
- দ্রোপ্দীকে মুসাই টুডুর বউ ভাত বেঁধে দিয়েছে।

- দ্রোপদীর ছদ্মনাম উপী মেঝেন। বাকুলি ছেড়ে বেরোবার পর থেকে তার ও দুলনার নাম হয়েছিল উপী মেঝেন মাতাং মাঝি।
- বীরভুমে যখন খরা কোথাও জল নেই, তখন সূর্য সাউয়ের বাড়িত অথৈ জল।
- সারান্দার পতিত পাবনকে শ্মাশনকালীনর নামে বলি দেওয়া হয়েছিল।
- সূর্য সানুর ভাই রোতোনি সানু।
- সন্ধ্যা ছ'টা সাতান্নতে দ্রোপদী অ্যাপ্রিহেনডেড হয়। ওকে নিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌছতে লাগে এক ঘন্টা। ঠিক একঘন্টা জেরা চলে। তাকে ক্যাম্বিসের টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনা নায়কের ডিনার টাইম হয়।

জাতুধান

- 'জাতুধান' গল্পটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।
- জাতুধান শব্দটির অর্থ হল - রাক্ষস।
- মাতৃশ্রাদ্ধে রাম সিংগির সাজুয়া তিত্তর 'জাতুধান' উপাধী অর্জন করেন।
- ভাগীরথীর সন্নিকটে বেলেটি নামে সেমি শহর ও সেমি গ্রামের তিত্তর পাড়ার রাম জননী অঘ্রানের ধান গোলায় তুলে নবান্নের উৎসব সেরে মারা যান। শ্রাদ্ধ হয় তাসাগর ধান চালের দিনে।
- রাম সিংগি একদা জমিদার ছিল। তিত্তরতা ছিল তার প্রজা বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তারা বর্গাদার।
- সাজুয়া তিত্তরকে রাম সিংগির মা নিজে বসে খাইয়ে গেছে। সাজুয়া পাকা দু-কিলো চালের ভাত জলপান খাবে। আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত খাবে। সাজুয়াদের বেলায় রাম সিংগির খাওয়ার উপকরন হল - ভাত, ডাল, কুমড়োর ঘ্যাঁট ও মাছের টক। এছাড়াও সাজুয়াকে খাওয়ার সময় জব্দ করতে হলে মিষ্টি পান দিতেই হবে।
- ঘরে চাল আছে, ভাত খাব নাই। এ ভাবলে মোর মাথায় বাসুকি লড়ে। - বক্তা সাজুয়া।
- সাজুদের নেতা মাতাং। বছর বছর সে ওদের নিয়ে রাঢ় দেশে ধান চষতে চলে যায়। শীতের মুখে সাজুয়া নৌকায় ধান চাপিয়ে এসে বাড়ি ফেরে।
- কাটোয়াতে কুন্ডুবাবুর বাড়িতে সত্যনারায়ন পূজার দিনে কুন্ডু বাবুর কাকা মারা গেলে সাজুয়া দশজনের খাবার একা খায়।
- সাজুয়ার মা এবং স্ত্রী লাল নিল নাইলং সুতা দিয়ে নানা রকম জালা, ঝাঁপি সাজি তৈরি করে। মহাজন তা নিয়ে যায়।
- জাতুধান (সাজুয়া) এবং একমাত্র সন্তান জগন্নাথ। সাজুয়ার চেহারা কালো, বিশাল দেহ, মাথায় ঝাকড়া চুল।
- সাজুয়ার পেট চলে মহাজনের দাদনে রাম সিংগির নারকেল গাছের পাতা চাঁছার কাজটি সাজুয়া নিজেই নিয়েছিল।
- রাম সিংগির গোয়াল তোলার জন্য জাতুধান চায় শুধু তার পেট খোরাক আর বিড়ির পয়সা। মাতাং ও সাজুয়াদের বাথান বাঁধতে দুদিন লেগেছিল।
- 'মেঘ কেন, মাদি মোঘ। দুধ বেচ। এ তোমার স্ত্রীধন হল' - বক্তা - রাম সিংগির প্রথম পক্ষের স্ত্রী।
- ভাগীরথী তার জল প্রথম নিয়ে যায় ডোম পাড়ায়।
- রামের ছেলে ও বহরমপুরের বন্যা - কন্ট্রোল অফিস থেকে খবর আনে।
- রামসিংগির প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বয়স ৫০ বছর।
- সাজুয়া পরিশ্রমী কিন্তু কল্পনা প্রবন নয়।
- মাতাং বলে সাজুয়ার সৎকার কর্ম করতে খরচ দেবে রাম সিংগি।
- রাম সিংগির বাবা অকালে গোলা খোলার জন্য রায়সাহেব খেতাব পেয়েছিল।
- সাজুয়া তার মা, বউকে নিয়ে ধামনাই পাড়ি দেয়। সঙ্গে নিয়ে যায় সাজুয়ার জন্যই রামসিংগির গৃহ থেকে আনা শ্রাদ্ধর চাল।
- 'আরে এমন ছরাদ হয় নাই। যার ছরাদ সে এসে ভাত খায়' - বক্তা সাজুয়া।
- 'পেটে ভাত রলে, সকল দেবতার রিষ বেরথা যায়' - বক্তা সাজুয়া।
- মাতাংকে সাজুয়া বলে রামসিংগিকে বলতো সাজুয়ার মা স্ত্রী ধামনাই গেছে সেখানেই শ্রাদ্ধ হবে।

Sub Unit - 15
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ফরিদপুর (বর্তমানে বাংলাদেশে) ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪; মৃত্যু) ২৩ অক্টোবর, ২০১২। কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে প্রায় সমান খ্যাতি পেলেও কবিতাই তাঁকে প্রথম খ্যাতি দেয়। তিনি নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় এবং সনাতন পাঠক ছদ্মনামে ও লিখেছেন। সম্পাদনা করেছেন কবিতা পত্রিকা কৃত্তিবাস। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র নীরা ও নিখিলেশ, পাঠকের কাছে জীবন্ত চরিত্রের সম্মান পেয়েছে। ছোটদের জন্য লিখেছেন কাকাবাবু ও সশুর বিভিন্ন অভিযান। আত্মপ্রকাশ সেই সময়, প্রথম আলো, পূর্ব পশ্চিম ইত্যাদি উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর অজস্র কবিতা ও গল্প অত্যন্ত জনপ্রিয়।

5.15.1. নির্বাচিত গল্প "গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প"

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প" সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।
- মোট এগারোজন উঠতি বয়সের ছেলে দল বেঁধে ভূতের গান করে বেড়ায়। এদের মধ্যে দুজনের হাতে দুটি লণ্ঠন।
- দুজনের হাতে দুটি বর্শা এবং চারজনের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা।
- দলের মধ্যে নিতাই সবথেকে বেঁটে, সে নাচতে ভালোবাসে।
- সুরেন্দ্র ও বিনোদের হাতে বর্শা রয়েছে।
- "ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি, ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি"।
  -এই গানটি বেঁধেছে সুরেন্দ্র কিন্তু সে নিজে গান গাইতে পারে না। সুরেন্দ্রর মাথায় ঝাঁকড়া চুল এবং বুকখানা লোহার দরজার মতন।
- পবনের ছেলে নিবারণ। পবনের তামাক কেনার ক্ষমতা না থাকলেও তামাক টানার অভ্যেস রয়েছে সে আমাদের আর একটুখানি গোবর দিয়ে মশলা তৈরি করে তামাক টানে।
- নিবারণের ছেলের নাম গেনু আর তেরো বছরের মেয়ের নাম পান্তি।
- সুরেন্দ্রের বাবাকে যেদিন ভূতে ঘাড় মটকে ছিল সেদিন তার ট্যাকে ধান বিক্রির টাকা ছিল। নিতাইয়ের বাবাকে আলেয়া ভূত তাড়া করেছিল। বিনোদের মা শাকচুন্নী দেখে পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিল।
- ভূত দেশে ঘনাই এর মামা তিনবার ভির্মি খেয়েছিল।
- বারো-তেরো বছর বয়সে সুরেন্দ্র চৌধুরী বাড়িতে রাখাল করত, মিথ্যা চুরির দায়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় পরে কলকাতা গিয়ে সুরেন্দ্র সাইকেল পাম্পের কাজ করে প্রচুর টাকা নিয়ে পুনরায় গ্রামে আসে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।
- নিবারণরা বংশ পেশায় ঘরামী।
- ছয় মাস আগে মহাদেব ওঝা মারা যায় তার ছেলের নাম সুবল। সোনা রং গ্রামের সর্বনন্দ দাসের পুত্রের বউ শান্তিকে ভূতে ধরেছে তাই সুবল তার বাড়িতে এসেছে।
- গল্পের শেষে নিবারন অন্নের অভাবে এবং ভূত ধরার দরুণ টাকা পাওয়ার আসায় সে তার পিতা পবনকে হত্যা করে।

5.15.2 রাত পাখি

- কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় সবাই চুপ করে গেলে একটা আলপিন পড়ার শব্দও শোনা যায়। এই রকম নিস্তব্ধতার নাম গর্ভবতী নিস্তব্ধতা।
- বাইরের খোলা জায়গায় জ্যোৎস্না- রাত বাচকুনের সবচেয়ে প্রিয়।
- ছোটকু সস্তার লোভে বিলিতি আফটার শেভ কিনেছিল কিন্তু সেটার মধ্যে ছিল স্রেফ ডেটল।
- ছোটকুর স্ত্রীর নাম রোজমেরি। পার্ক সার্কাসে একটা বাড়িতে আর্মেনিয়ান বুড়ির সঙ্গে ছোটকুদার আলাপ হয়েছিল। ছোটকুদের বাড়ি আছে রাঁচীতে।
- গল্পের ঘটনা কালের মাস দু'এক আগে বাচকুল মাইথন থেকে ফেরার পথে একটি ছোট্ট স্টেশনে উলটো দিকে একটা থেমে থাকা ট্রেনের ছাদে একটি ছেলের দেহ পুড়তে দেখেছিল। ছেলেটির বয়স চোদ্দ-পনেরো বছর। পাশে দুটো চালের বস্তা, ছেলেটি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ইলেকট্রিক তারের ওপর। ছেলেটি বোধ হয় লাফাতে গিয়েছিল,

হাত দুটো ঠিক সেই অবস্থায় বাড়ানো, শক্ত, মাথার চুলগুলো পুড়ে গেছে, শরীরটা প্রায় সাদা, পেটের কাছে তখনও চিড়িক চিড়িক করছিল বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 16
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাস পুরে। ১৯৪৬ এ বর্ধমান জেলার গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫০ সালে "ইবলিঙ্গ" ছদ্মনামে প্রথম গল্প "কাঁচি" প্রকাশিত হয়। বহরমপুরের "সুপ্রভাত" পত্রিকায়। ওই সালেই সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় 'শেষ অভিসার' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালে সাপ্তাহিক "দেশ" এ প্রকাশিত গল্প হল ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের 'ভান্ডার' পত্রিকার কাজ করেন ১৯৬৪-১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

- গল্পকার 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বার্তা বিভাগে স্থায়ী চাকরিতে যোগ দেন ১৯৭১ সালে।
- গল্পকার প্রায় পঁচিশ বছর আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- গল্পকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস, গল্প প্রবন্ধের সংখ্যা ২০০ বেশি।
- সাহিত্যকর্মের কন্য "আনন্দ পুরস্কার" সম্মানিত হন ১৯৭৯ সালে।
- "অলীক মানুষ" উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি ভুয়ালকা পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "বঙ্কিম" পুরস্কার পান।
- ২০১০ এ বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার পান।
- "অমর্ত্য প্রেমকথা" র জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর সিংহ দাস স্মৃতি পুরস্কার পান।

বাদশা

- গল্পে প্রেক্ষাপট শুরুতে হেমন্তকাল বর্ণিত হয়েছে।
- 'বাদশা' গল্পে বাদশা শান্ত, নিরীহ, অমায়িক সভাবের মানুষ।
- বাদশাহের বাবা ছিলেন রাখাল খেত মজুর, মা ছিলেন কাঠ কুড়োনি।
- বাদশাহের সঙ্গে তোরাপ আলির মেয়ে আনমনীর বিবাহ হয়।
- তোরাপ আলি তার জামাইকে বিলিতি ঘড়ি আর ট্রানজিস্টার দিয়েছিলেন, এছাড়াও পাত্রি তীর্থের খুশবোতোংরা এক শিশি আতরও উপহার দিয়েছিলেন।
- বাদশা জানের দোস্ত হরমুজ তার বাড়িতেই সাহিন্দার হয়েছে। বছরে মোট এক কুইন্টল ধান তার মাইনে, আর তার সঙ্গে খোরপোশ।
- বাদশা আনমনীকে জানায় সে ধম্মত চার বিবি রাখতে পারে। তা শুনে আনমনী বলেন-
  "অনমনী সব সইবে, সতীন সইবে না"।
- হরিপদবাবুর ডিসপেসারির সামনে শিউলি গাছ, আনমনীদের গাঁয়ের ডাক্তার।
- "অনমনীর নাকে গন্ধ"- মিথ্যা অভিযোগে বাদশা আনমনীকে ত্যাগ করে।
- আয়না গাঁয়ে চাল আসেত যেত, তার পিতার নাম গোলাম রিকশাওয়ালা।
- বাদশাহ তিনটে টাকা তিনবার গুনেদিত আয়না কে।
- বাদশা গল্পে ভাঁড়ুল কাঠের উজ্জ্বল আগুনের মতো কিংবা নতুন চালের ভাপ-ওঠা অঘ্রাণের সুস্বাদু ভাতের সঙ্গে সুগন্ধি মেয়ে মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে খুঁজতে খুঁজতে সে যাকে দেখেছিল - তার নাম আয়না।
- গল্পে তাহের মোক্তার তোরাপ হাজির মামলা লড়তেন।
- আয়নার পাড়াগাঁয়ে জন্ম, বাপ পেটের জালায় শহরে রিকশা চালায়।
- "বাদশা" গল্পের চরিত্রগুলি হল-

  ১। বাদশা (গল্পের নায়ক)
  ২। আয়না (বাদশার দ্বিতীয় স্ত্রী, গোলামের মেয়ে)
  ৩। আনমনী (বাদশার প্রথম স্ত্রী)
  ৪। শওকত (বাদশা ও আনমনীর ছেলে)
  ৫। হরসুজ (আনমনীর বাড়ির মাহিন্দার)
  ৬। তোরাপ আলি (অনমনীর পিতা)
  ৭। গোলাম রিকসাওয়ালা (আয়নার বাবা)
  ৮। তাহের (মোক্তার)
  ৯। হরিপদবাবু (ডাক্তার বাবু)

গোঘ্ন :

- দোলাই কেঁদেছিল চারু মাস্টার মশায়ের বেহালা শুনে।
- "গোঘ্ন" গল্পে ফাল্গুন মাসে চার মাস্টারের মেয়ের দিয়ের কথা হয়েছিল।
- গল্পে হারু মাস্টার মোটাসোটা মানুষ। পিঠে কাঁচা-পাকা লোম। পুরু গোঁফ।
- দোলাই চারু মাস্টারের গাঁয়ে আসার জন্য প্রতি মাসে আনচান করতো। মাঘো ঈশানদেবের চত্বরে শিব-চতুর্দশীর খেলা শুরু।
- গল্পে বলদকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য পিরিমল বদ্যি হারাই এর কাছে পাঁচসিকে লাগলে বলে। পরিবর্তে হারাই বারো আনার কথা বলে।
- এই গল্পে কালুদিয়াড় ভগীরথপুরের ধারে।
- হারাই যেখানে গাড়ি বেঁধেছিল সেখানে কালুদিয়াড়ের ইসামিল আপ্তহত্যে করেছিল।
- গল্পে ধনা ছ্যারানি রোগে অসুস্থ, ধনা ও সনা হল হারাই এর গরুড় নাম।
- সানকিভাঙা থেকে যেদীপুর চটি বড়োজোর দু-ত্রেবানা পথ।
- হারাই এর ভাল নাম হারুন আলি।
- দিলজান হারাই এর কাছে প্রথম তিরিশ টাকার বিনিময়ে গোরুটা কিনে নিতে চায়, পরে চল্লিশ টাকা তারপর ৫০ টাকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩০ টাকা হারাই দিলজানকে গরুটি দিতে বাধ্য হয়। গরু মরলে পুনরায় একটা গরুর দাস জোগাতে আর্দ্ধেক জমি বেচতে হবে।
- "গোঘ্ন" গল্পে বরেন্দ্রী উপভাষার লক্ষন দেখা যায়।
- গল্পে বদর হাজির শরীর নাদুষ-নুদুষ।
- পদ্মার ধারে শিমূল কেষ্ঠপুরে হাবাই এর বাড়ি।
- শিমূলে কেষ্ঠপুর এর দূরত্বে বিশ ক্রোশের মাথায় লালগোলার মুখে বদর হাজির সঙ্গেঁ হারাই এর দেখা হয়। ওপারে গোদাগাড়ি ঘাট। জেলা রাজশাহি।
- হারাইয়ের স্ত্রী কালিমাদিদের মা, ধনা-মনার পা ধুয়ে দেবে বলে পাটকাঠির বেড়ার ধীরে লম্বা হাতে মাটির বদনায় পদ্মার জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
- "হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল করে যে তার পিঠে চল্লিশ কোড়া (কশা) মারো!" বক্তা হলেন মৌলবী সায়েব।

উল্লেখযোগ্য উক্তি:

- হারাই - "অল্পসল্প খাই, আউষেরা ভাত"।
- "রাঢ়ি চালের ভাত খায় শুধু আমির বড়লোক" - বক্তা হারাই।
- "মাস্টার সে, হেই মাস্টের, এ বড় যাদুর খেলা" - বক্তা দোলাই।
- "তুমি বড় যাদুকর-যাদুকর হলেন পর মাস্টার" - বক্তা দোলাই।
- "গোজন্মে বড় কষ্ট পাপ" - গোঘ্ন গল্পের অংশ।
- "হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গো! এক পদ্মার পানিতেও আগুন নিভবে না গো"